বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>227 >>17 Joystha 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২৭ >> << ১৭ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

মাহসা আমিনি বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইরানে এক নারী সাংবাদিকের বিচার শুরু

তেহরান ঃ ইরানের এক নারী সাংবাদিকের আইনজীবী ইলনা নিউজ এজেন্সিকে জানিয়েছেন, গত বছর পুলিশী হেফাজতে মারা যাওয়া মাহসা আমিনির শেষকৃত্যের খবর প্রচারে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার রুদ্ধদ্বার বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন ঐ সাংবাদিক। ইসলামিক ড্রেস কোড লঙ্ঘনের অভিযোগে নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর কয়েক মাস ধরে ইরান জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। যা কয়েক দশকের মধ্যে ইরানের ধর্মীয় নেতাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এলাহেহ মোহাম্মাদি তার কুর্দি শহর সাকেজে আমিনির শেষকৃত্য নিয়ে রিপোর্ট করেন। সেখান থেকেই বিক্ষোভ শুরু হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র তার বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ উস্কে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

বাজার দর

SENSEX : 62622.24 -346.89
NIFTY : 18534.40 -99.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °C	28.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .30 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সার্ব বিক্ষোভকারিদের দ্বারা ২টি গাড়ি ভাংচুর ঃ কসোভো শহরে নেটো সৈন্যদের পাহারা

কসোভো ঃ এক সংঘর্ষে ৩০ জন নেটো সৈন্য এবং ৫২ জন বিক্ষোভকারী আহত হওয়ার একদিন পর, ইইউ এবং নেটো কর্মকর্তারা শান্ত ও উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছেন । তারপর দিন মঙ্গলবার, কসোভোর লেপোসাভিচ শহরে সার্বিয়ান বিক্ষোভকারীরা আলবেনিয়ান সাংবাদিকদের দুটি গাড়ি ভাংচুর করেছে। কসোভোর উত্তরাঞ্চলীয় সার্বসংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় জাতিগোষ্ঠীগত আলবেনিয়ান মেয়ররা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই অঞ্চলে অস্থিরতা তীব্রতর হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা শুক্রবার প্রিস্টিনাকে তিরস্কার করে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রয়টার্সের এক প্রতিবেদক জানিয়েছেন, মুখোশধারী ব্যক্তিরা আলবেনিয়ান লাইসেন্স প্লেটে এটু, সিএনএন অনুমোদিত লেখা একটি গাড়ির কাছে এসে উইন্ডশিল্ড ভেঙে দেয়। অন্য একটি সংবাদমাধ্যমের আরেকটি গাড়িও ভাংচুর করা হয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল কসোভো ও সার্বিয়ার নেতাদের সংলাপের মাধ্যমে উত্তেজনা প্রশমনের উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন। ব্রাসেলসে এক সংবাদ সম্মেলনে বোরেল বলেন, ইউরোপে এখন অনেক বেশি সহিংসতা চলছে, আরেকটি সংঘাত সহ্য করা সম্ভব না।

ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনকে কড়া বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৫ দিনের মধ্যে ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনকে নির্বাচন করতে হবে, জানিয়ে দিল ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং।

যেভাবে কুস্তিগিরদের আটক করা হয়েছিল, তা অন্যায়। তাদের দাবি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। কুস্তিগিরদের তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড রেসলিং (ইউডাব্লিউডাব্লিউ)। একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে, ৪৫ দিনের মধ্যে রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডাব্লিউএফআই) নির্বাচনের ব্যবস্থা না করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জারি হতে পারেনিষেধাজ্ঞাও। সেক্ষেত্রে এরপর ভারতীয় কুস্তিগিররা কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে তাদের নিরপেক্ষ পতাকা নিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় পতাকা তারা ব্যবহার করতে পারবে না।

বিবৃতিতে ইউডাব্লিউডাব্লিউ জানিয়েছে, যেভাবে কুস্তিগিরদের আনা অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে, তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়। দ্রুত এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেভাবে কুস্তিগিরদের আটক করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। ইডাব্লিউডাব্লিউ'র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ভারতীয় কুস্তিগিরদের অভিযোগ এবং তাদের বিক্ষোভের দিকে নজর রেখেছে তারা। নজর রাখা হয়েছে, প্রশাসন এ নিয়ে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে, সে দিকেও।

এদিকে দিল্লিতে আটক হওয়ার পর আন্দোলনরত কুস্তিগিরেরা হরিদ্বারে পৌঁছেছেন। বুধবার তারা ঠিক করেছিল, গঙ্গায় সমস্ত পদক ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু কুস্তিগিরদের কাছে পাঁচদিন সময় চেয়েছে কৃষক আন্দোলনের নেতারা। কুস্তিগিরদের আন্দোলনে তারাও যোগ দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আন্দোলনের পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করা হবে। তার আগে যেন কুস্তিগিরেরা তাদের পদক ভাসিয়ে না দেন। এবিষয়ে একটি পঞ্চায়েতও আহ্বান করা হয়েছে। হরিদ্বারেই সেই পঞ্চায়েত হওয়ার কথা।

কুস্তিগিরদের অভিযোগ, রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রিজভূষণসিংকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে নাবালিকার উপর শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ব্রিজভূষণ অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ভারতীয় সংসদেরও সদস্য। বিজেপির নেতা। বস্তুত, রোববার কুস্তিগিরদের দাবি ছিল, নতুন পার্লামেন্টের উদ্বোধনে ব্রিজভূষণকে থাকতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন। সে কারণেই তারা পার্লামেন্ট অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন কুস্তিগিরেরা। কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক সাবেক ক্রিকেটার এবং বর্তমান খেলোয়াড়রা। ভারতের বর্তমান জাতীয় ফুটবল অধিনায়কও কুস্তিগিরদের সমর্থনে টুইট করেছেন। আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের মধ্যে অলিম্পিকে পদকজয়ী খেলোয়াড়রা আছেন। সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়ার মতো বিশ্বখ্যাত কুস্তিগিরেরা আছেন। রোববার দিল্লি পুলিশ যাদের কার্যত রাস্তায় ফেলে মারধর করে বলে অভিযোগ।

আগামি সপ্তাহে ওয়াশিংটনে আসছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক

নিউ ইয়র্ক ঃ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্বে কীভাবে ইউক্রেনের সামরিক সমর্থন বজায় রাখা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। সুনাকের মুখপাত্র মঙ্গলবার জানিয়েছেন, সুনাক আগামী সপ্তাহে বাইডেন, কংগ্রেসের সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে থাকবেন, তবে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা হবে না।

মুখপাত্রটি জানান, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যে, আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের স্তর বাড়ানোর বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে এই সফর সেই সব আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ করে দেবে। ইউক্রেনের প্রতি আমাদের সমর্থন বজায় রাখা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ থাকবে। অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর ওয়াশিংটনে তার প্রথম সরকারি সফরে আসবেন সুনাক। ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্রিটেনের টানটান সম্পর্ক ভাল করতে চান সুনাক।

আলশাবাবের হামলার পর মধ্য সোমালিয়ায় ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে

মাসাগাও ঃ মঙ্গলবার আলশাবাব জঙ্গিরা মাসাগাওয়ে শহরে একটি সরকারি সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালানোর পর মধ্য সোমালিয়ায় প্রচন্ড লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে এটি দ্বিতীয় হামলা। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী নিরাপত্তা সূত্র বলছে, জঙ্গি হামলার পর সরকারি বাহিনী ও আলশাবাবের মধ্যে মারাত্মক লড়াই শুরু হয়েছে। আলশাবাবের বিরুদ্ধে সক্রিয় একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তার মতে, জঙ্গিরা ভোরে একটি সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালায়। শিবিরটি ইরিত্রিয়ায় প্রশিক্ষিত সৈন্য এবং স্থানীয় যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত। তিনি বলেন, জঙ্গিরা ক্যাম্পে ঢুকে তিনটি গাড়ি সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। জঙ্গিরা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, মাসাগাওয়ের ঠিক উত্তরে এলধির শহর থেকে সৈন্যরা আলশাবাব জঙ্গিদের উপর অতর্কিত বন্দুক যুদ্ধ শুরু করে। মিডিয়ার সাথে কথা বলার অনুমোদন না থাকায় নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করে দুই কর্মকর্তা বলেছেন, সৈন্যবাহিনী আলশাবাবের ব্যাপক ক্ষতি করেছে এবং জঙ্গিদের নেওয়া কিছু যানবাহন ও অস্ত্র উদ্ধার করেছে। উভয় পক্ষের কয়েক ডজন লোকের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। একটি প্রেস বিবৃতিতে, সোমালি সরকার বলেছে যে সরকারী সৈন্য এবং স্থানীয় যোদ্ধারা শহরে হামলার চেষ্টাকারী জঙ্গিদের প্রতিহত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে হামলায় ৩০ জন নিহত হয়েছে ও তিনটি গাড়ি আটক করা হয়েছে এবং তিনজন সেনা আহত হয়েছে। এদিকে আলশাবাব জানিয়েছে, তাদের যোদ্ধারা ঘাঁটি দখল করে ৭৩ জন সেনাকে হত্যা করেছে এবং যানবাহন জব্দ করেছে। এই দু'টি সুনির্দিষ্ট দাবি নিরপেক্ষ কোন সূত্র থেকে নিশ্চিত করা যায়নি। মোগাদিশু থেকে প্রায় প্রায় ২৭০ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে মাসাগাওয়ে শহরটি এই বছরের জানুয়ারিতে সরকারি বাহিনী এবং স্থানীয় যোদ্ধাদের হাতে দখল হয়। এপ্রিল মাসে, আলশাবাব শহরে অভিযান চালিয়ে তিনজন প্রবীণ ব্যক্তিকে হত্যা করে যারা এই গ্রুপের বিরুদ্ধে স্থানীয় আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। এই হামলা শুরু হয়েছে যখন মনে হচ্ছে আলশাবাবের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থেমে গেছে । এউ এবং উগান্ডা উভয়ই এখনও হামলার ফলে নিহতের সংখ্যা মূল্যায়ন করছে কারণ জঙ্গিরা এখনও মোগাদিশু থেকে ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণে বুলো মারের শহরে ঘাঁটির আশেপাশে উপস্থিত রয়েছে। উগান্ডার সামরিক বাহিনী ভয়েস অফ আমেরিকার সোমালি বিভাগকে নিশ্চিত করেছে যে ২২১ সৈন্যের একটি দল ঐ ঘাঁটিতে অবস্থান করছে।

বাজেট সারা বিশ্বের অর্থনীতিই চাপে পড়েছে

গ্যাস, বিদ্যুতের সংকটে ভুগছে পোশাক শিল্প

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের নতুন অর্থ বছরের (২০২৩-২০২৪)বাজেট পেশ করা হবে সংসদে। আর তখনই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাত সবচেয়ে চাপের মুখে। গ্যাস আর কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, ডলারের অভাবে কয়লা ও এলএনজি আমদানি সংকটের মুখে পড়ায় এই পরিস্থিতি। এই সংকট আরো কয়েকমাস চলবে। এখন ভরসা বৃষ্টির ওপরে। বৃষ্টি হলে বিদ্যুতের চাহিদা কমে। এর ফলে গৃহস্থালিতে বিদ্যুৎ গ্যাস ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষেরা যেমন কষ্টে আছেন, তেমনি শিল্প উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে। দিনে চার-পাঁচবার লোডশেডিং করা হচ্ছে। শিল্প মালিকরা বলছেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর যেগুলো চালু আছে সেগুলো উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি ব্যবহার করতে পারছে না।

করোনা মহামারির অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বের অর্থনীতিই চাপে পড়েছে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি, ডলার ও রিজার্ভ সংকটের সঙ্গে চলছে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট। গ্যাস ও কয়লার অভাবে বিদ্যুৎ উদপাদন চাহিদার চেয়ে অনেক কম। তারপরও এবারের বাজেট হবে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে আকারে বড়। সাত লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার এই বাজেটে ঘাটতি হলো দুই লাখ ৬১ হাজার টাকা। রাজস্ব খাত থেকে আসবে পাঁচ লাখ কোটি টাকা। বাকি অর্থ বৈদেশিক ঋণ এবং দেশের আর্থিক খাত থেকে ঋণ নিয়ে মিটাতে হবে।

কয়লার অভাবে গত ২৩ এপ্রিল রাত থেকে উৎপাদন বন্ধ আছে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চলমান একটি ইউনিটের (৬৬০ মেগাওয়াট)। ২৫ এপ্রিল থেকে বন্ধ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্ট ইউনিটের উৎপাদন। ২৯ এপ্রিল উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের বৃহৎ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ার ২৭৫ মেগাওয়াট সক্ষমতার তৃতীয় ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে যায়। আর পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে আগামী দুই দিনের মধ্যে।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের মুখপাত্র শামিম হাসান জানান, বুধবার সারা দেশে বিদ্যুতের চাহিদা আছে ১৫ হাজার ২০০ মেগাওয়াট আর উৎপাদন সক্ষমতা আছে ১৫ হাজার ৩১ মেগাওয়াট। ১৮৯ মেগাওয়াট ঘাটতি থাকছে। এবে এটা দিনের পরিকল্পনা। রাতে বোঝা যাবে প্রকৃত পরিস্থিতি। তিনি বলেন, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিটের উৎপাদন শুক্রবার থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কয়লা না থাকার কারণে। আরেকটি আগে থেকেই বন্ধ আছে। আজকেও যদি আমরা কয়লা আমদানির জন্য এলসি খুলি, তাহলে কয়লা আনতে কমপক্ষে এক মাস সাত দিন লাগবে। তার মানে, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আমরা আগামী এক মাস বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতো। ফলে এটা বন্ধের পর বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। শামিম হাসান আরো বলেন, আমাদের কিছু করার নেই।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

আন্তর্জাতিক চা দিবসেও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে হতাশা দেখা গেছে, খারাপ আবহাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি ঃ সেকেন্ড ফ্লাশ চায়ের দাম একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। উৎপাদন খরচের তুলনায় পাতার দাম কম থাকায় খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চাচাষিরা। বিভিন্ন জেলার ছোট বাগানের চাচাষিরা বর্তমানে সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদন করছেন। বরাবরই সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হয় সেকেন্ড ফ্লাসের চা। যদিও এবছর কাঁচা চাপাতার দাম আচমকাই নেমে গেছে। বর্তমানে পাতা বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১৫ ১৮ টাকা প্রতি কেজি। যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেক কম। বিগত বছরগুলোতে গড়ে ৩৫ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়েছে কাঁচা পাতা। এমনিতেই আবহাওয়ার ব্যাপক খামখেয়ালিপনা রয়েছে এবার। কৃত্রিমভাবে জলসেচের বিপুল খরচ রয়েছে এছাড়া লুপার, ক্যাটারপিলার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিভস, চা মশার মতো পোকার দাপটে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। পোকা মাকড়ের আক্রমণ সামলাতে কীটনাশক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় বাড়ছে উৎপাদন খরচ। অথচ চা পাতার সঠিক দাম পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে উৎপাদন খরচ পড়ছে প্রতি কেজি প্রায় কুড়ি টাকা। যদিও দাম নেমে যাওয়ায় উৎপাদন খরচের নিচেই পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন ক্ষুদ্র চাচাষিরা। এজন্য বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। রশুমের শুরুতেই এতো কম দাম পাওয়া গেলে বর্ষার সময় পাতার দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা নিয়ে চিন্তিত ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এই প্রসঙ্গে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর বক্তব্য, কাঁচা চা পাতার খুব বেশি চাহিদা নেই এখন। তাছাড়া ফ্যাক্টরিগুলোতে প্রচুর চা জমা হয়ে রয়েছে। তাই আগামীদিনেও এমন পরিস্থিতি চললে তাদের পক্ষেও বেশিদিন ফ্যাক্টরি চালানো সম্ভব নয়। চায়ের নিলামেও গত বছরের তুলনায় চায়ের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। পাতার দামের বিষয় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে প্রতিটি ক্ষুদ্র চাবাগান অধ্যুষিত রাজ্যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল টি বোর্ডের শেষ বোর্ড মিটিংয়ে। তবে আজও তা কার্যকরী হয়নি বলে জানান জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী। জানান এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপের পথে যাবে। এজন্য অবিলম্বে টি বোর্ডের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ডিবিআইটিএর চেয়ারম্যান তথা বড় চা বাগান ডেঙ্গুয়াজার বাগানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জীবন চন্দ্র পান্ডে চা দিবসের শুভেচ্ছা বার্তার পাশাপাশি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চা খুব সংকটের মধ্যে রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে চা বাগানের ভালো পাতা হচ্ছে না। ফলে চরম সমস্যায় চা শিল্পে।

শিলিগুড়িতে আইপিএল বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিস

শিলিগুড়ি । ফের শিলিগুড়িতে আইপিএল বেটিং চক্র চালানোর অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিস। শনিবার রাতে শিলিগুড়ি থানা ও প্রধান নগর থানার যৌথ অভিযান চালিয়ে শহরের একটি বেসরকারি অফিস থেকে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম মোহিত আগরওয়াল, অক্ষয় বোরার ও রমেশ নায়েক। মোহিতের বাড়ি শিলিগুড়ির সেভক রোডে। অক্ষয় বোরার বিকানির ও রমেশ নায়েক জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের বানিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে ২৯ টি মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপ ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তদের রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বিধায়কের তৎপরতায় হজ্ব যাত্রী গণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

উত্তর দিনাজপুর ঃবিধায়ক তথা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হুসেনের তৎপরতায় হজ্ব যাত্রী গণকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো ইটাহারে। এদিন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে এবং ইটাহার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ইটাহার পথসাথী প্রাঙ্গণের সভাকক্ষে।জানাযায়, এই বছর ইটাহার ব্লক থেকে প্রায় ৬৫ জন মুসলিম ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ ও হাজিরা তাদের পবিত্র ধর্মীয় পিঠস্থান মক্কায় হজ্বে যাবেন। ফলে সেই হজ্ব যাত্রীদের হজ্বের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত করার পাশাপাশি তাদের বিধায়কের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও বিভিন্ন উপহার প্রদান করতে এদিনের এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। একই সাথে হজ্ব যাত্রীদের তাদের এই দীর্ঘ যাত্রাকালে যে কোন রকম সমস্যায় বিধায়ক সহ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের তরফে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক তথা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হুসেন, ব্লক তৃণমূল সভাপতি যোগেন্দ্র নাথ রায়, সহসভাপতি কার্তিক চন্দ্র দাস, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি হাসান আলী, মাদ্রাসা শিক্ষা সেলের ব্লক সভাপতি আবু বাক্কার, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্লক সভাপতি সায়েরুল হক, মৌলানা মনিরুল ইসলাম, হাজিকুল ইসলাম সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

চম্পাসারি শতভাই সংঘের তরফে নিঃশুল্ক চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি চম্পাসারি শতভাই সংঘের তরফে রবীন্দ্র জয়ন্তীর একটি অংশ হিসেবে ভারত সেবাব্রতী মহাসংঘরে সহযোগিতায় নিঃশুল্ক চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আযোজন করা হয়। এছাড়াও এদিনের শিবিরে ছিল শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা। রবিবার চম্পাসারি শতভাই সংঘের ভবনেই ওই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার সেবা আই হসপিটালের চিকিৎসক মুকুল বিশ্বাস ও রামকৃষ্ণ রায়। এদিন উপস্থিত চিকিৎসকেরা এলাকার মানুষের চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রযোজনীয় ওষুধ প্রদান করেন। এদিন স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের পাশাপাশি সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান ক্লাব কর্তারা।

যাত্রী সেজে ট্রেনে ওঠে প্রথমে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় এরপর সুযোগ বুঝেই চুরি, ছিনতাই

শিলিগুড়ি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে শিলিগুড়ির জংশন রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে সন্দেহের ভিত্তিতে প্রথমে আটক করে আরপিএফ এবং জিআরপি।তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই গোটা ঘটনা সামনে আসে।এরপরই গ্রেফতার করা হয় তাদের।ধৃতদের নাম অনিল কুমার, সঞ্জয় কুমার, সত্যবান, রাজবীর, বিজয়ন্দর এবং সন্দীপ।ধৃতরা হরিয়ানার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই গ্যাং বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রী সেজে চুরি ছিনতাই করছিল।কিছুদিন আগেই জংশনে প্রবেশ করে।এরমধ্যেই ক্যাপিটাল, কাঞ্চনকন্যা সহ আরও বিভিন্ন ট্রেনে চুরি ছিনতাই করে।গ্যাং এর সদস্যরা প্রথমে সহযাত্রী হিসেবে ট্রেনে উঠত।এরপর যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় করে সুযোগ বুঝে চুরি ও ছিনতাই করে ফেরার হয়ে যেত।এই ধরণের একাধিক অভিযোগ আসে আরপিএফ ও জিআরপি'র কাছে।এরপরই তদন্তে নামা হয়।

প্রবল ঝরে লন্ডভন্ড তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা, গাছ পড়ে ভেঙেছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন

কোচবিহার ঃপ্রবল ঝরে লন্ডভন্ড তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা এলাকা । গাছ পড়ে ভেঙেছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ী, ধাদিয়াল, দ্বিপর পার , ঘুগ্রাতলা, শিয়াল পাড়া প্রভৃতি এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বালাভুত এলাকার গুয়ার ভিটা ,বটতলা ,নয়ারচর প্রভৃতি এলাকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোথাও উড়ে গেছে ঘরের চালের টিন আবার কোথাও ঘরের উপর পড়েছে বিশাল বিশাল গাছ। রাস্তার উপরে বিদ্যুতের খুটি উপরে পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কামাত ফুলবাড়ী এলাকায় ঘড়ের উপর তিনটি গাছ উপড়ে পড়ায় গাছের নিচে চাপা পড়ে আহত হয়েছে একই পরিবারের তিন জন।তাদের মধ্যে রামচরণ বর্মন নামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এনজেপি থেকে গোয়হাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল রান সম্পন্ন হলো

শিলিগুড়ি ঃ রবিবার সম্পন্ন হলো নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গোয়হাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ট্রায়াল রান।যদিও আজ ছিল পরীক্ষামূলক যাত্রা। কিন্তু এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে নিশ্চিত হলো, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম বন্দে ভারত পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এদিন ট্রায়াল রান উপলক্ষে এনজেপিতে উপস্থিত ছিলেন এডিআরএম সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার। তিনি জানান, এনজেপি গুয়াহাটি বন্দে ভারতের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর সম্ভাব্য দিন ২৫শে মে। যাত্রাপথে ট্রেনটি দাঁড়াবে নিউ কোচবিহার, বঙ্গাইগাঁ, কোকরাঝাড়, রঙ্গিয়া এবং কামাক্ষা। তবে রেল বোর্ডের থেকে এখনও কোনও কিছুই চূড়ান্ত করা হয়নি। এদিন ট্রেনটি এনজেপি থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সকাল ৬টা ১০ মিনিটে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপিকা সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অধ্যাপিকা সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়।১৯শে মে শেষ হয় অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রর মেয়াদ।এরপরই নতুন উপাচার্য হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিকসের অধ্যাপিকা সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়কে উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত করেন রাজ্যপাল। এর আগে তিনি দক্ষিন দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার পালন করেছেন। আগামী নির্দেশিকা না আসা পর্যন্ত এই দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। এদিন দায়িত্ব নেওয়ার পর উপাচার্য সঞ্চারী মুখোপাধ্যায় বলেন, এখন সামনে ন্যাক নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনিক কাজও রয়েছে। খুব ভালো লাগছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপিকার কাজ করেছি।

রাজ্য সরকারের জারি কালা কানুনের বিরূদ্ধে সরব হোলো শিক্ষক সমিতি ও রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি

জলপাইগুড়ি । টিফিন টাইমে শুধু টিফিন ই খেতে হবে কোনো আন্দোলন করা যাবে না, রাজ্য সরকারের জারি কালা কানুনের বিরূদ্ধে সরব হোলো শিক্ষক সমিতি ও রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি । সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ডি আই অফিসে এই বিষয়ে সংগঠণের অবস্থান জানাতে হাজির হয় সংগঠণের জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্য ,ঘটনা প্রসঙ্গে সংগঠণের জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ বলেন, একদিকে যেমন অগণত্রান্টিক ভাবে চালানো হচ্ছে তার পাশাপাশি সম্প্রতি রাজ্য সরকার যে কালা কানুন জারি করেছে তার বিরূদ্ধে যে হেতু আজ ডি আই নেই তাই আগামি শুক্রবার এই বিষয়ে ডি আইয়ের উপস্থিতিতে বিষদে আলোচনা করা হবে, রাজ্য সরকার এই কালা আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন তিব্র করা হবে।

বন্দে ভারতের স্টপেজের তালিকায় কেন নেই কোচবিহার, এবার মুখ খুললেন মন্ত্রী

কোচবিহার ঃ আগামী ২৫শে মে থেকে শুরু হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি গুয়াহাটি রুটে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রী পরিষেবা। তবে রেলের তরফে বন্দেভারতের স্টপেজের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম নেই। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।তিনি বলেন, 'প্রথমে যে লিস্ট বেরিয়েছিল তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেনটির স্টপেজ ছিল। পরবর্তীতে নতুন স্টপেজের যে তালিকা বেরিয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম নেই। কোনও কারণে হয়তো বাদ গিয়েছে। চুড়ান্ত লিস্ট হয়নি। চুড়ান্ত লিস্ট বেরোলে নিউ কোচবিহারের নাম থাকবে।' প্রসঙ্গত, ২৫শে মে থেকে নিউ জলপাইগুড়ি গুয়াহাটি রুটে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রী পরিষেবা চালু হচ্ছে। রেলের তরফে এই ট্রেনের যে স্টপেজ লিস্ট দেওয়া হয়েছে তাতে নিউ কোচবিহার স্টেশনের নাম না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল।এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশ্বাস দেন চূড়ান্ত লিস্ট বেরোলে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ট্রেন থামবে।

ইসলামপুরে বহু দোকান থেকে বেআইনি বাজি উদ্ধার

উত্তর দিনাজপুর ঃউত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর শহরে বেশ কয়েকটি দোকান থেকে বেআইনি বাজি উদ্ধার করল ইসলামপুর থানার পুলিশ। রাজ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় বাজি কারখানায় বিস্ফরনের জেরে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের।। ঘটনার পর থেকে টনক নরে পুলিশের। সোমবার ইসলামপুর শহরের বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর বেআইনি ভাবে মজুদ রাখা প্রচুর বাজি উদ্ধার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ।ঘটনায় দোকানের দুই জনকে আটক করে ইসলামপুর থানার পুলিশ।।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে বালুরঘাটে লড়াই, কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান এর ডাকা বনধ কে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা বালুরঘাটে। হাঁসুয়ার কোপে কাটা হলো অসুস্থ রোগী বোঝাই টোটোর টায়ার। প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে আদিবাসী যুবকদের বেধড়ক মারধর স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিক্ষোভ পুলিশকে ঘিরেও। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় বালুরঘাট শহরের সাধনা মোড় এলাকায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি নামানো হয়েছে কমব্যাট ফোর্স।

পাঁচ কেজি ৫০০ ওজনের সফল টিউমার অপারেশন

শিলিগুড়ি দীর্ঘদিন ধরে ইউট্রাস্টে বিরাট আকারে টিউমার নিয়ে ভুগছিলেন শিলিগুড়ির মহাকাল পল্লীর বিদ্যাচক্র কলোনীর বাসিন্দা অসিত সাহার স্ত্রী বর্ণালী সাহা,বয়স ৩৩ বছর, বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসার জন্য গিয়েও টিউমার অপারেশন করে উঠতে পারেননি রোগী বর্ণালী সাহার স্বামী অসিত সাহা। অবশেষে যোগাযোগ করেন শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়ায় আকাশ হসপিটালের কর্ণধার ড.এ.কে মাঝির সঙ্গে, রোগীকে পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর তিনি এক চ্যালেঞ্জিং অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন পরিবারটির মতামত নিয়ে। রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ ড.এ. কে. মাঝির নেতৃত্বে বিশাল আকারের পাঁচ কেজি ৫০০ ওজনের সফল অস্ত্রপ্রচার করে টিউমারটি ইউট্রাস্ট থেকে আলাদা করে বের করেন। এবং আগামী দিনে এই রোগী মা হতে পারবেন বলেও ডা.মাঝি জানান। এদিনের এই সফল অপারেশনের টিমে অন্যতম মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন, ডঃ অরিত্র মাঝি, সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন, ড.শ্রীময়ী কুন্ডু, ড.গৌতম দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য টেকনিশিয়ানরা। এই সফল অপারেশনে রোগীর পরিবার খুশি।

ম্যাগাজিন, ৭ রাউন্ড কার্তুজ ও ৭ এমএম পিস্তলসহ গ্রেফতার ব্যক্তি

আলিপুরদুয়ার ঃ ভুটান সীমান্ত জয়গাঁ এলাকায় রবিবার পিস্তল সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ । গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ জয়গাঁ সুমসুমি বাজার এলাকা থেকে ৩৩ বর্ষীয় সুমন তামাং নামক এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে ৭ এম এম পিস্তল একটা অতিরিক্ত ম্যাগজিন ও সাত রাউণ্ড কার্তুজ উদ্ধার হয় । ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ । অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার।কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

হাওড়া পুরির পর এবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গোহাটি, রাজ্য পেতে চলেছে তৃতীয় বন্দে ভারত

জলপাইগুড়ি। রাজ্য পেতে চলেছে তৃতীয় বন্দে ভারত। হাওড়া পুরির পর এবার নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গোহাটি। রবিবার ভোরে তৃতীয় বন্দে ভারতের ট্রায়াল রান হয়ে গেল। রবিবার ভোর ছটা দশ নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে গোহাটি উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তৃতীয় বন্দে ভারত। ভোর ৬.৫১ নাগাদ ধূপগুড়ি স্টেশন পার করে বন্দে ভারত। এদিন শুধুমাত্র ট্রায়াল রান করা হলো। কবে থেকে যাত্রীদের পরিষেবা দেবে এই সেমি বুলেট ট্রেন সেটি এখনো পর্যন্ত জানানো হয়নি রেলের তরফ থেকে। পাশাপাশি ট্রেনের ভাড়া কত হবে এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গৌহাটি পর্যন্ত এই যাত্রাপথে কোন কোন স্টেশনে বন্ধে ভারত দাঁড়াবে সেটিও জানা যায়নি। সূত্রের খবর এ মাসের ২৪ তারিখ থেকে যাত্রীদের নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গোহাটি পর্যন্ত ছুটতে পারে বন্দে ভারত। বন্দে ভারত এই দ্রুতগামী ট্রেন ধুপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন পার করতে চলেছে এই খবর আগাম পাওয়া মাত্রই প্রচুর মানুষ স্টেশনের আসে পাশে ভিড় করে। এই প্রথম এই রুটে এইরকম কোন দ্রুতগামী ট্রেন চলাচল করল। কাজেই এই ট্রেনকে একবার সামনে থেকে দেখার জন্য অনেকের মধ্যেই আগ্রহ দেখা যায়। ধুপগুড়ির বাসিন্দারা চাইছেন এলাকার গুরুত্বের কথা বিচার করে ধুপগুড়ি স্টেশনেও যাতে এই ট্রেনের একটি স্টপেজ দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক চা দিবসে শিলিগুড়ির রাস্তায় দেখা গেল চায়ের সৌন্দর্য

শিলিগুড়ি ঃআন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির পাশাপাশি সারা বিশ্বের বিভিন্ন সংগঠন এবং চা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আযোজন করেছিল। এ উপলক্ষে চা সংগঠনের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে স্টল স্থাপন করে জনগণকে বিনামূল্যে চা সরবরাহ করেন এবং চায়ের গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করেন।

২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সড়ক অবরোধ করেন

শিলিগুড়ি ঃ শনিবার বিকেলে আচমকাই কালবৈশাখী ঝড়ে প্রচুর গাছ ভেঙে পড়ায় বিদ্যুতে তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভার ২ নং ডাব গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু গতকালের পর থেকে আজও ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলো এলাকার মানুষেরা। রবিবার বিকেলে ইস্টার্ন বাইপাস রোডে জলেশ্বরী বাজার এলাকায় স্থানীয় এলাকাবাসীরা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকাবাসীদের দাবি গতকালের পর থেকে প্রায় ২৪ ঘন্টা খতে যাচ্ছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। অবিলম্বে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। এদিন এলাকাবাসীদের পথ অবরোধ ঘিরে ওই রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক ও সূর্য নগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। এদিন ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসের উল্টো দিকে অবস্থিত বঙ্গভূমি ফ্রি কোচিং সেঃটারে এই কর্মসূচি করা হয়। জানা যায়, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পালিত হচ্ছে এই রক্তদান শিবির । রবিবার ময়নাগুড়িতেও এই রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। এদিন মোট ৫৫ ইউনিট রক্ত স্বেচ্ছায় দান করেন মহিলারা। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী নূরজাহান বেগম, খাগড়া বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সীমা রায় সহ ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীরা।

মস্তিষ্কের জটিল রোগে আক্রান্ত এক শিশুর চিকিৎসায় সাহায্য করলেন তৃণমূল নেতা

শিলিগুড়ি ঃ ব্রেনের জটিল রোগে আক্রান্ত ফকদই বাড়ির বাসিন্দা কার্তিক সাহার দুই মাসের সন্তান শুভ সাহা। তার চিকিৎসার জন্য প্রযোজন প্রচুর অর্থের । সেই খবর পেয়ে অসহায় কার্তিক সাহার বাড়িতে গিয়ে তাকে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের বোর্ড মেম্বার গৌতম গোস্বামী। জানা গিয়েছে ওই শিশুর ব্রেনে জল জমে রয়েছে । কিন্তু দুঃস্থ পরিবার হওয়ায় কার্তিক বাবু তার সন্তানের চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। অবশেষে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা গৌতম গোস্বামীর মাধ্যমে সাংসদ তথা তৃণমূলে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয় সাথে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে জানানো হয়েছে ওই শিশুর কলকাতায় SSKM চিকিৎসার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সেই মতো সোমবার কার্তিক সাহার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে কথা বলেন গৌতম বাবু। এদিন তিনি ওই পরিবারকে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত যাওয়ার এবং থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন তিনি। এদিন গৌতম গোস্বামীর সাথে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূলে নেতাকর্মীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

১১ ঘণ্টা জেরার পর গ্রেপ্তার কালীঘাটের কাকু

কলকাতা ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করতেন তিনি। সম্প্রতি মিডিয়ার সামনে বহু কথা ফাঁস করেছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

ইডির জালে এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবেক সহকর্মী এবং তৃণমূলঘনিষ্ঠ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ তিনি ইডির সিজিও কমপ্লেক্সের দপ্তরে যান। ১১ ঘণ্টা জেরার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে তার বাড়িতে ইডি এবং সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তিনিও যুক্ত বলে অভিযোগ ইডির। সেই মামলাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে রাজ্যে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ সংগঠনের নেতা তাপস মণ্ডলকে। তার মুখেই প্রথম কালীঘাটের কাকুর নাম শোনা গেছিল। এছাড়াও অন্য কয়েকজন ব্যক্তিও ইডি এবং সিবিআইয়ের জেরায় কালীঘাটের কাকুর নাম উল্লেখ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমে ইডি এবং সিবিআই আলাদা আলাদা করে সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। মঙ্গলবার ইডি দপ্তরে ঢোকার আগে সুজয় জানান, তিনি আত্মবিশ্বাসী। সেই আত্মবিশ্বাস অবশ্য রাত পর্যন্ত ধরে রাখা যায়নি। তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়।

গ্রেপ্তারির পর টুইট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, তদন্তের জাল ক্রমশ গভীরে ছড়াচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ লিখেছেন, বাইরন তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের গায়ে লেগেছে। সেই কারণেই কি কালীঘাটের কাকুকে গ্রেপ্তার করা হলো?

এর আগে দুইবার সিবিআই সুজয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল। সুজয় একবার হাজিরা দিয়েছিলেন। নথিপত্র সবই তিনি সিবিআইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে মিডিয়ার সামনেও সরব হয়েছিলেন সুজয়। এবার গ্রেপ্তার হলেন।

সাহস থাকলে চীনে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালান ঃআসাদউদ্দিন ওয়াইসি

হায়দারাবাদ ঃ এক বিজেপি নেতার বক্তব্যের জবাবে নিখিল ভারত মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, হায়দারাবাদ শহরের 'ওল্ড সিটি'তে নয়, সাহস থাকলে চীনে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালান। বিজেপির তেলেঙ্গনা রাজ্য সভাপতি বান্দি সঞ্জয় সম্প্রতি হায়দারাবাদের ওল্ড সিটিতে এই অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বান্দি সঞ্জয় এর আগেও ওয়াইসিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। ২০২০ সালে এক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, 'রোহিঙ্গা, আফগানি ও পাকিস্তানি ভোটারদের সহযোগিতায় পৌর ভোটে জেতার চেষ্টা করছে রাজ্যে ক্ষমতাসীন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) ও এআইএমআইএমের নেতা ওয়াইসি।'

এর মধ্যে হায়দারাবাদ পৌর নির্বাচনের প্রচারণায় বান্দি সঞ্জয় বলেন, 'পাকিস্তান, আফগানিস্তান, রোহিঙ্গা ভোটারদের বাদ দিয়ে এখানে ভোট হওয়া উচিত। আমরা (বিজেপি) নির্বাচনে জিতলে ওল্ড সিটিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাব।' গতকাল মঙ্গলবার সাংগারেড্ডিতে এক জনসমাবেশে বান্দি সঞ্জয়ের ওই বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেন এআইএমআইএমের প্রধান ওয়াইসি। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা (বিজেপি) ওল্ড সিটিতে একটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাবে। আপনাদের যদি এই সাহস থেকেই থাকে, তাহলে চীনে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালান।' সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছেন, এআইএমআইএমের প্রধান ওয়াইসি এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী ও ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও গোপন সমঝোতা করছেন। এর সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে ওয়াইসি বলেন, 'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনার এত দুঃখ কেন?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়ে মৃত জার্মান পর্বতারোহী

বার্লিন ঃ অক্সিজেন এবং শেরপা ছাড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা চড়েছিলেন তিনি। নামার সময় দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ২৫ মে নিখোঁজ হয়ে যান জার্মান পর্বতারোহী লুইস স্টিটসিংগার। মঙ্গলবার ৫৪ বছরের এই পর্বতারোহীর দেহ দেখতে পাওয়া গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেস ক্যাম্পের উপরে। প্রবতারোহনের সময় শেরপাদের চোখে পড়েছে দেহ, এমনটাই জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদপত্র। প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় দেহটি আছে। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় উদ্ধার অভিযান ঠিক মতো করা যাচ্ছে না।

এর আগে এভারেস্ট এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বত কে টু জয় করেছেন স্টিটসিংগার। এবার তিনি এসেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে। নেপালের একাধিক খবরের কাগজে লেখা হয়েছে, অক্সিজেন এবং শেরপা ছাড়া সম্পূর্ণ একা কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে বার হয়েছিলেন এই বাভারিয়ার পর্বতারোহী। সম্ভবত তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে পৌঁছেছিলেন। কারণ নামার পথে তার সঙ্গে অন্য পর্বতারোহীদের দেখা হয়েছে।

নামার সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হচ্ছে। নামার পথের বিষয়ে অন্য পর্বতারোহীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন বলেও জানা গেছে।

এভারেস্টের চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম কাঞ্চনজঙ্ঘা। খুব বেশি পর্বতারোহী এপথে যানও না। ফলে কঠিনতম অভিযানে গেছিলেন স্টিটসিংগার। শেষরক্ষা হলো না।

বাভারিয়ায় পরিচিত নাম স্টিটসিংগার। পর্বতারোহী এবং হাই মাউঃটেন স্কিংয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত। বহু কঠিন অভিযানে সফল হয়েছেন তিনি। তার বন্ধুরা জানিয়েছেন, বরাবরই সতর্ক পর্বতারোহী ছিলেন স্টিটসিংগার। অকারণে ঝুঁকি তিনি নিতেন না। যে পর্বতারোহীদের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে স্থানীয় সংবাদপত্র জানিয়েছে, নামার সময় স্কিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। স্কি করতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

স্টিটসিংগারের স্ত্রীও পর্বতারোহী। বহু অভিযান তারা একসঙ্গে করেছেন। তাদের একটি বইও আছে।

পাকিস্তানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ১০০ অ্যাকাউন্ট বন্ধ

ইসলামাবাদ ঃ রাষ্ট্রবিরোধী, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক উসকানি ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে পাকিস্তানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের শতাধিক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজধানী ইসলামাবাদের পুলিশ এই উদ্যোগ নিয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এফআইএ) মাধ্যমে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের ১০৬টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলামাবাদ পুলিশের কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, রাষ্ট্রবিরোধী, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক উসকানি ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড খুঁজে পেয়েছিল পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্টের প্রভিন্সিয়াল অব ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইউনিট (পিভিই)। এরপর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাঁরা জানিয়েছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিটি অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ করেছে পিভিই। এসব অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনি কনটেন্ট (আধেয়) প্রচার করা হচ্ছিল। অনলাইনভিত্তিক এসব কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে ২০৩টি টুইটার, ৩৮টি ফেসবুক ও একটি ইউটিব অ্যাকাউন্ট বন্ধে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। পরে ১০৬টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা দেওয়া হয়। পুলিশের কাডন্টার টেররিজম ইউনিট এসব অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত এফআইএকে জানিয়েছিল। এরপর এফআইএ এসব অ্যাকাউন্ট বন্ধের পদক্ষেপ নেয়।

আইএসএর আর্থিক নেটওয়ার্ক ভাঙতে জার্মানিতে অভিযান

বার্লিন ঃ জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটের অর্থ জোগানোর নেটওয়ার্ক ভাঙতে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে জার্মানির পুলিশ। কয়েকটি রাজ্যে চালানো এই অভিযানে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জার্মানির দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের শহর কার্লসরুহের তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশের এক হাজারেরও বেশি সদস্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে অভিযান চালিয়েছে।

অর্থ সংগ্রহ করা এবং তা আইএসের কাছে পৌঁছে দেবার অভিযোগে সাতজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃত সাতজনের চারজন জার্মানির নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া রাজ্যের। এছাড়া একজন করে বাডেন-ভ্যুর্টেমব্যর্গ, রাইনল্যান্ড-পালাটিনেট ও ব্রেমেন রাজ্যের।

এদের অধিকাংশই জার্মান নাগরিক। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েই আছেন। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তারা সবাই একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য। এই নেটওয়ার্ক আইএস সিরিয়াকে অর্থ যোগান দিত। টেলিগ্রামের মাধ্যমে এরা যোগাযোগ রাখতেন।

তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে কমপক্ষে ৬৫ হাজার ইউরো (প্রায় ৭৪ লাখ টাকা) তারা সরবরাহ করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, এই অর্থ সিরিয়ার কারাগারে বন্দি আইএস সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পালাতে সহায়তা করেছে।

অভিযানটি এছাড়াও জার্মানির বার্লিন, বাভেরিয়া, হামবুর্গ, হেসে, থুরিঙ্গিয়া ও লোয়ার সাক্সনি রাজ্যে পরিচালিত হয়েছে। নেদারল্যান্ডসেও একটি বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয়।

'ক্যাম্পে আপনারই বোন'- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করে বেশ কয়েক বছর ধরে অর্থ যোগাড় করা হচ্ছে।

জার্মানির দণ্ডবিধি অনুযায়ী, ২০১৪ সাল থেকে কোন জার্মান নাগরিক, জার্মানিতে বসবাসকারী বা অবস্থানরত ব্যক্তি যদি আইএস এর সদস্য বা সমর্থনকারী হন তাহলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং তিনি আইনের মুখোমুখি হবেন।

আসামের ২৮ জেলা থেকে বিশেষ আইন প্রত্যাহার

কলকাতা ঃ ভারতের মণিপুর রাজ্যে সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে আসামের ২৮ জেলা থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ আইন আফসপা (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) তুলে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই আইনে নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে একক সিদ্ধান্তে গুলি চালাতে পারেন। এ কারণে এই আইনের বিরুদ্ধে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে। ২২ মে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছিলেন, ২০২৩ সাল শেষ হওয়ার আগে গোটা আসাম থেকে আফসপা তুলে নেওয়া হবে। চলতি সপ্তাহের গোড়ায় আসামের ৩৫টির মধ্যে ২৮ জেলা থেকে আফসপা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে সাত জেলায় গত এপ্রিলে নতুন করে আইনটি পুনর্বহাল করা হয়েছে। এসব জেলায় আফসপা থাকছে। এসব জেলা হচ্ছে তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, চাড়াইদেও, শিবসাগর, জোরহাট, গোলাঘাট এবং কার্বি আংলঙের ডিমা হাসাও। এর মধ্যে ছয়টি জেলা উত্তর বা আপার আসামে। সেখানে নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফার (ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম) এখনো কিছু অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিশেষ আইনটি সেখান থেকে সরানো হয়নি। তার একটু নিচে মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ঘেঁষা ডিমা হাসাও থেকেও আইনটি তোলা হয়নি। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, তিনি আশা করছেন, আগামী নভেম্বরের মধ্যেই গোটা আসাম থেকে আফসপা প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। আসাম পুলিশের মহাপরিচালক জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং বলেছেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে পুলিশ বিভাগে স্বচ্ছতা এসেছে এবং উপযুক্ত প্রার্থীরা চাকরি পেয়েছেন। প্রতাপ সিং বলেন, দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ঘাটতি এখন আসাম পুলিশে আর নেই। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। ফলে আইনটি অধিকাংশ জেলা থেকে প্রত্যাহার করা হলো। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে আইনটি আসাম থেকে আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। মণিপুরে আজ বুধবার সফরের তৃতীয় দিনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সকালে মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তবর্তী শহর মোরেতে যান। সেখানে তিনি কুকি সম্প্রদায়ের নাগরিক সমাজের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। আজই তাঁর কাংপোকপি জেলায় যাওয়ার কথা। এই জেলাও সাম্প্রতিক সহিংসতায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ইম্ফলে ফিরে তিনি আবার একবার সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন।

নবদম্পতিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী উপহার দিল সরকার

ভোপাল ঃ ভারতের মধ্যপ্রদেশে বিয়ের উপহার হিসেবে নববধূকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই উপহার দেওয়া হয়। গত সোমবার ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলায় একটি গণবিয়ের অনুষ্ঠানে নববধূদের উপহার দেওয়া মেকআপ বক্সে জন্মনিরোধক এসব সামগ্রী পাওয়া গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকাহ যোজনা প্রকল্পের আওতায় ঝাবুয়া জেলার থান্ডলা শহরে এই গণবিয়ের আযোজন করা হয়। ওই দিন ২৯৬ দম্পতির বিয়ে সম্পন্ন হয়। এটি দরিদ্র শ্রেণির নারীদের একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় নবদম্পতিদের জন্য মেকআপ বক্সের ভেতর কনডম ও গর্ভনিরোধক বড়ি বিতরণ করা হয়। জেলার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ভুরসিং রাওয়াত রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগকে দায়ী করে বলেছেন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে কনডম ও গর্ভনিরোধক বিতরণ করার সম্ভাবনা আছে। ভুরসিং রাওয়াত বলেন, 'এসব সামগ্রী বিতরণের জন্য আমরা দায়ী নই। স্বাস্থ্য বিভাগ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এসব বিতরণ করে থাকতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকাহ যোজনার অধীনে আমরা সরাসরি ৪৯ হাজার টাকা সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে পাঠিয়ে দিই। আমরা শুধু ৬ হাজার টাকা খরচ করে খাবার, জল ও তাঁবু টানিয়ে দিই। কিন্তু ওই সব প্যাকেট বিতরণের বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।' দরিদ্র নারীদের বিয়েতে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার ২০০৬ সালের এপ্রিলে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহনিকাহ যোজনা প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের অধীনে সরকার কনের পরিবারকে ৫৫ হাজার রুপি দিয়ে থাকে। গত মাসে দিনদোরি জেলার গাদসরাই এলাকায় একটি গণবিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু নববধূর গর্ভাবস্থা পরীক্ষা করানো হয়। এতে বিষয়টি বেশ সমালোচিত হয়। দিনদোরির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সে সময় বলেছিলেন, সাধারণত বর ও কনের বয়স যাচাই, অ্যানিমিয়া পরীক্ষা এবং তাঁরা শারীরিকভাবে ফিট কি না, তা নিশ্চিত হতে ওই পরীক্ষা করানো হয়।

সম্পাদকীয়

মস্কোয় ড্রোন হামলার জন্য ওয়াশিংটনকে দুষলো ক্রেমলিন

রুশ নেতৃত্বের অভিযোগ, ওয়াশিংটনের উৎসাহেই রাশিয়ায় হানলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। মার্কিন প্রশাসন ও ইউক্রেন এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মস্কোয় হামলা নিয়ে এখনো বিভ্রান্তি কাটছে না। দিনের পর দিন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের উপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করে চলেছে রাশিয়া। বিশেষ করে চলতি মে মাসে হামলার মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। রাশিয়ার ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন ড্রোন হামলার পর এবার খোদ রাজধানী মস্কোর উপর একই সঙ্গে একাধিক ড্রোন হামলা মস্কোর অস্বস্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত কেউ সেই হামলার দায় স্বীকার না করলেও রাশিয়া ইউক্রেনকেই এর জন্য দায়ী করছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন এটিকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠছে সে দেশ। মস্কোর ধারণা, মার্কিন প্রশাসনই ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে

হামলা চালাতে উৎসাহ দিচ্ছে। মার্কিন প্রশাসন অবশ্য এমন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, সে দেশ রাশিয়ার মধ্যে হামলাকে সমর্থন করে না। স্পষ্ট ধারণা পেতে ওয়াশিংটন মস্কোয় ড্রোন হামলার ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে বলে জানিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির উপদেষ্টা মিখাইলো পোদোলইয়াক মস্কোর উপর হামলার জন্য সরাসরি দায় স্বীকার না করলেও এমন ঘটনা ‘উপভোগ’ করছেন বলে জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও এমন হামলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি বলেন, আত্মরক্ষার তাগিদে রাশিয়ার ভূখণ্ডের উপর হামলার অধিকার ইউক্রেনের অবশ্যই রয়েছে। তবে তিনি সরাসরি মস্কোর উপর হামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। মস্কোয় ড্রোন হামলার ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি এখনো কাটছে না। রুশ কর্তৃপক্ষ আটটি ড্রোনের উল্লেখ করলেও বাস্তবে আরও অনেক বেশি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ছবি ও ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী তিনটি ড্রোন বিকল হয়ে পড়ে এবং পাঁচটি ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা যতই হোক না কেন, সেই ড্রোনের উৎস সম্পর্কে এখনো প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয় নি। খোদ রুশ ভূখণ্ড থেকে মস্কোয় ড্রোন হামলা চালানো হয়ে থাকলে রাশিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ও ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। ইউক্রেন থেকে এত দূরে ড্রোন পাঠানো হয়ে থাকলেও সামরিক বাহিনীর সতর্কতা সংশয়ের মুখে পড়বে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, এমন ঘটনা ইউক্রেনে রাশিয়ার ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’-এর প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। এদিকে কিয়েভের উপর এই নিয়ে তিন রাত ধরে জোরালো হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। মঙ্গলবার রাতে ২০টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে শহরের সামরিক প্রশাসন জানিয়েছে। ড্রোনের টুকরো ভেঙে পড়ায় একটি ভবনের ক্ষতি হয়েছে। সেই ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয়েছে। ড্রোনের জ্বলন্ত টুকরোর আঘাতে সেই আবাসনের ব্লকে আগুন ধরে গেছে। অন্যান্য কিছু এলাকায়ও ড্রোনের ভাঙা টুকরোর কারণে ঘরবাড়ি ও গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।

শেনচৌ১৬ মহাকাশযান মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে ‘টি’ আকারে সংযুক্ত হয়েছে

চীনের শেনচৌ১৬ মানববাহী মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। মহাকাশযানটি নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছায় এবং বেইজিং সময় বিকাল ৪টা ২৯ মিনিটে সুষ্ঠুভাবে মহাকাশ স্টেশন থিয়ানহ্য কোর মডিউলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। পুরো সংযোগ প্রক্রিয়ায় সময় লেগেছে সাড়ে ৬ ঘন্টা। এরপর শেনচৌ ১৫ এবং শেনচৌ১৬ মিশনের দুই নভোচারী দল মহাকাশ স্টেশনে মিলিত হয়েছেন।

রূপা গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

এবারের মহাকাশযাত্রা হল, চীনের মহাকাশ স্টেশনের ব্যবহারিক ও উন্নয়ন পর্যায়ের প্রথম মানববাহী মহাকাশযান মিশন। যা মহাকাশ স্টেশনের তিন কেবিনের ‘টি’ আকারে সংযোগের কাঠামো বাস্তবায়নের প্রথম কর্তব্য। মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্পোরেশনের মানববাহী মহাকাশযান সিস্টেমের প্রধান ডিজাইনার কাও সুই জানান, এবার রেডিয়াল বাট জয়েন্ট এর পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি আমরা। কারণ, বর্তমানে স্পেস স্টেশনের সামনের দিকে শেনচৌ১৫ মহাকাশযান সংযুক্ত আছে। তাই এবার শেনচৌ১৬ মহাকাশযান, দ্রুত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হওয়ার পদ্ধতিতে স্পেস স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের সময়, শেনচৌ১৩ এবং শেনচৌ ১৪ মহাকাশযানের রেডিয়াল বাট জয়েন্ট এর তুলনায় শেনচৌ ১৬ মিশনের সংযুক্ত হওয়ার চ্যালেঞ্জটি ভিন্ন। একদিকে, ওয়েনথিয়ান পরীক্ষা মডিউল, মেংথিয়ান পরীক্ষা মডিউল, শেনচৌ মানববাহী মহাকাশযান, থিয়ানচৌ মালবাহী

মহাকাশযান বিভিন্ন পর্যায়ে স্পেস স্টেশনের গঠনের কাজে যোগ দিয়েছিল। এর ফলে স্পেস স্টেশন কমপ্লেক্সের আকার, ওজন ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সবই বেশ পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে, আরো বড় আকারের কমপ্লেক্স শেনচৌ১৬ মহাকাশযানে লাগানোর পরিমাপ সেন্সরকে গোপন করে রাখবে, যা প্রধানত মহাকাশ বিশেষ করে সূর্যকে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করবে।

মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্পোরেশনের মহাকাশযান ব্যবস্থাপনার উপপ্রধান ডিজাইনার লি মেং বলেন, গবেষণাদল ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে। কমপ্লেক্সের ওজন বেশি হলে, সংযুক্ত হওয়ার সময় বেশি শক্তির সৃষ্টি হয়। প্রথমত, গবেষণাদল সংযুক্ত অংশকে কিছু পরিবর্তন করেছে, শক্তি শোষণের জন্য কিছু যন্ত্রাংশ লাগানো হয়েছে। যা একটি বিষয়। অন্যদিকে, আমরা বিভিন্ন সিস্টেমের মিলনস্থল এবং ডকিং পরিমাপ সেন্সর লাগিয়েছি, যা পরস্পরের ব্যাকআপ হতে পারে। যেমন, যদি এই সেন্সর কোনো বস্তুর কারণে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে না পারে, তাহলে অন্যটি ব্যবহার করা যাবে।

মানববাহী মহাকাশযান এবং স্পেস স্টেশন কমপ্লেক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং দ্রুত সংযুক্ত হওয়ার পর শেনচৌ১৬ নভোচারীরা মহাকাশযানের ফিরতি ক্যাপসুল থেকে অরবিট মডিউলে প্রবেশ করবেন।

মঙ্গলবার বেইজিং সময় সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে, মহাকাশে অনেকদিন অপেক্ষা করা শেনচৌ১৫ নভোচারীরা সুষ্ঠুভাবে ‘মহাকাশের বাসার দরজা’ খুলে দূরের পৃথিবী থেকে আসা শেনচৌ১৬ নভোচারীদের মহাকাশস্টেশনে প্রবেশে স্বাগত জানান। এরপর দুই দল নভোচারীরা একটি গ্রুপ ছবি তোলেন। তাঁরা পৃথিবীবাসীকে নিরাপত্তার সুখবর জানিয়েছেন।

পরবর্তীতে নভোচারীগণ মহাকাশস্টেশনে কাজের শিফ্‌ট পরিবর্তন করবেন। এর মাঝখানে ৬জন চীনা নভোচারী যৌথভাবে মহাকাশ স্টেশনে ৫ দিন থাকবেন। তাঁরা একসঙ্গে কাজ করবেন, জীবনযাপন করবেন এবং তাঁরা যৌথভাবে বিভিন্ন নির্ধারিত কর্তব্য সম্পন্ন করবেন।

সাময়িকী

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কাদের দরকার, কেন দরকার

এ কে এম জাকারিয়া
কলামিস্ট

একটি দেশ কাকে ভিসা দেবে বা দেবে না, সেটা সব সময়ই সেই দেশটির নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার জন্য অনেকেই ভিসার আবেদন করেন, কিন্তু সবাই ভিসা পান না। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গত বুধবার রাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন নীতি ঘোষণা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতি বলছে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত করার সঙ্গে জড়িত বা দায়ী ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাবেন না। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকোচন, নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাকে জবরদস্তি করে নষ্ট করা, মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচনএসব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের দেশগুলোর যে আপত্তি আছে, তা আমাদের জানা। বেশ কিছু সময় ধরেই আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এসব নিয়ে বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ‘নিষেধাজ্ঞা’ আসতে পারে। সেই নিষেধাজ্ঞা আসেনি, এসেছে একটি ‘সামান্য’ ভিসা নীতি। গণতন্ত্র বা নির্বাচনপ্রক্রিয়ার ক্ষতি করাকে অন্যায় বিবেচনা করে এর সঙ্গে জড়িতদের যুক্তরাষ্ট্র ভিসা না দেওয়ার কথা বলেছে।

যে কাজগুলোকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হিসেবে ধরে নেওয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো, জনগণের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারচর্চাকে সহিংস পথে বাধা দেওয়া। তা ছাড়া রাজনৈতিক দল, ভোটার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমকে তাদের মতামত প্রচার করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপও নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এসব কাজের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য যে কেউই এই ভিসা বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারেন। এমনকি জড়িত ব্যক্তিদের স্ত্রী, স্বামী বা সন্তানেরাও ভিসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের আইন বা সামাজিকরাজনৈতিক বিবেচনাতেও কি এই কাজগুলো অন্যায় বা খারাপ নয়? তাহলে এই ভিসা নীতি কেন আমাদের দেশের সব মহলের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল? এ নিয়ে এত বিচলিত হওয়ারইবা কী আছে? তবে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, দেশের গণতন্ত্র রক্ষা ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য মরিয়া কিছু লোকের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে! সন্তানদের পড়াশোনা বা যুক্তরাষ্ট্রে জমানো সম্পদ রক্ষায় যাঁদের যুক্তরাষ্ট্র যেতেই হবে, তাঁরা যদি ভয় পান, তবেই তৈরি হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ? দেশকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসার দায় কার? আসলে এরই মধ্যে এটা পরিষ্কার যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে এই ভিসা নীতির প্রভাব অনেক বেশি। বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র জেনেবুঝেই এই কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র যদি কিছু ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ দিত, তবে এ নিয়ে সমালোচনা ও যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করার সুযোগ থাকত। নিষেধাজ্ঞার পথ না ধরায় সেটা হয়নি। বরং উল্টো দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসা নীতিকে কীভাবে নিজেদের পক্ষের পদক্ষেপ হিসেবে দেখানো যায়, সেই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুবিনয় মুস্তাফী নামের এক ‘আশ্চর্য ভূয়োদর্শী’ যুবকের কথা আছে, যার ক্ষমতা ছিল একই সঙ্গে বিড়াল ও বিড়ালের মুখে ধরা ইঁদুরকে হাসানোর (‘সুবিনয় মুস্তাফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে। একসাথে বিড়াল ও বিড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার’ সুবিনয় মুস্তাফী, কবি জীবনানন্দ দাশ)। যুক্তরাষ্ট্র তো দেখা যাচ্ছে সুবিনয় মুস্তাফীর মতো দুই পক্ষকেই খুশি করতে সফল হলো! বিড়ালকেও হাসাচ্ছে, সঙ্গে বিড়ালের মুখে ধরা ইঁদুরকেও! নিষেধাজ্ঞার চেয়ে নতুন ভিসা নীতি কেন বেশি শক্তিশালী বা বাংলাদেশের জন্য বড় চাপএই প্রশ্ন কেউ তুলতে পারেন। এর জবাব হচ্ছে, এর আওতা অনেক বড়। যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন ভিসা নীতির ঘোষণায় এটা স্পষ্ট যে দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, বিচারিক এমনকি সামাজিক নেতৃত্বের যে কেউই এর আওতায় পড়তে পারেন।

জনসংখ্যায় চীনের পিছিয়ে পড়া কী বার্তা দেয়

মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। একইভাবে একক দেশ হিসেবে এত দিন সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার শীর্ষে থাকা চীনকে গত এপ্রিলে ছাড়িয়ে গেছে এশিয়ার আরেক দেশ ভারত। দুই দেশে পৃথিবীর মোট ৩৫ শতাংশ মানুষ বসবাস করছে। পৃথিবীর এই বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে চলছে আলোচনা। এটাকে যেমন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে, তেমনি আবার দেখা হচ্ছে সম্ভাবনা হিসেবেও। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) গত ১৫ এপ্রিল প্রকাশিত ‘বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩’-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮০০ কোটি ৪৫ লাখ। এপ্রিলে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১৪২ কোটি ৮৬ লাখ এবং চীনের ১৪২ কোটি ৫৭ লাখে দাঁড়িয়েছে।

চীন দ্বিতীয় অবস্থানে নেমে গেলেও তাদের জনসংখ্যা (১৪২ কোটি ৫৭ লাখ) পুরো ইউরোপ (৭৪ কোটি ৪০ লাখ) বা আমেরিকার দুই মহাদেশের (প্রায় ১০০ কোটি ৪০ লাখ), এমনকি পুরো আফ্রিকা মহাদেশের চেয়েও (প্রায় ১২৪ কোটি ৭০ লাখ) বেশি। চীন ও ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্ব গণমাধ্যমে নানা আলোচনা হচ্ছে, আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর কী প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

জনসংখ্যার পরিবর্তনের বিষয়টি জনমিতিক প্রক্রিয়ায় (জন্ম, মৃত্যু ও স্থানান্তর) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে জনমিতিক পরিবর্তন মডেলে (ডেমোগ্রাফিক ট্রানজিশন মডেল) জন্ম ও মৃত্যুহার এই পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু হারের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে কোনো দেশের জনসংখ্যার আকার ও বৃদ্ধির হারে তারতম্য ঘটে। লক্ষণীয়, চীনের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। এ কারণে ভারতের জনসংখ্যার আকার বাড়ছে। এ বছর তারা চীনকে অতিক্রম করেছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে চীনের মোট প্রজনন হার ছিল ৫ থেকে ৬। অর্থাৎ ১৫-৪৯ বছর বয়সী একজন বিবাহিত নারী সেখানে গড়ে ৫ থেকে ৬টি সন্তান প্রসব করতেন। এ কারণে চীনে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। অবস্থা দেখে চীন সরকার পরিবারপরিকল্পনার কর্মসূচি নেয়। তাদের কৌশল ছিল নাগরিকদের দেরিতে বিয়ে ও দেরিতে সন্তান ধারণ, সন্তান গ্রহণের পর বিরতি নিয়ে পরের সন্তান নেওয়া এবং বিনা মূল্যে আধুনিক জন্মনিরোধক সরবরাহ। এই উদ্যোগের ফলে ১৯৭১ সালের ৫ দশমিক ২৭ প্রজনন হার ১৯৭৯ সালে এসে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৬৬। ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিবেচনায় রেখে চীন সরকার ১৯৮০ সালে এক সন্তান নীতি গ্রহণ করে। প্রজনন হার এতে আরও কম আসে। চীনের প্রজনন হার ২০০০ সালে হয় ১ দশমিক ২২ ২০১০ সালে ১ দশমিক ১৮ এবং ২০২০ সালে ১ দশমিক ৩০, যা প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রজনন হারের (২.১) চেয়ে বেশ কম। এ অবস্থায় ২০১৬ সালে তারা আবার দুই সন্তান নীতি এবং ২০২১ সালে তিন সন্তান নীতি গ্রহণ করে। বর্তমানে চীন সরকার প্রজনন হার বাড়ানোর লক্ষ্যে নানা কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে।

এক সন্তান নীতি চীনের উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সফল হয়েছিল। চীন সরকার তখনকার বাস্তবতায় আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা জীবনমান উন্নয়নে এক সন্তান নীতি নিলেও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম ছিল। এর পাশাপাশি চীনের আধুনিকায়নে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ণ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আকাঙ্ক্ষা, সন্তান লালনপালনে উচ্চ ব্যয়, আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দেরিতে বিয়ে ও দেরিতে সন্তান ধারণ, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় প্রজনন হার কমাতে ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর অন্য যেসব দেশে শিক্ষা, নগরায়ণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অধিকতর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার রয়েছে, সেখানে মোট প্রজনন হার কমে আসার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভারত, বাংলাদেশসহ বহু দেশের উদাহরণই এ ক্ষেত্রে দেওয়া যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ঃ অর্থনৈতিক ও মানব উন্নয়ন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর সমান্তরালে চীনের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। চীন বিশ্বে এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। প্রজনন হার কমলেও ইউএনএফপিএর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী চীনে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর হার এখন ৬৯ শতাংশ। প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের সময়কাল এখনো শেষ হয়নি। মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ দৃশ্যপট অনুযায়ী আরও এক দশক, অর্থাৎ ২০৩৩ পর্যন্ত তাদের নির্ভরশীলতার হার অনুকূলে থাকবে। তাই এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সুশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক নীতি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার ওপর তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করছে। চীন এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে পারলে এবং জনমিতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। মনে রাখতে হবে, জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন শুধু সংখ্যার পরিমাণের ওপর নয়, গুণগত মানের ওপরও নির্ভর করে। জনসংখ্যার সার্বিক গুণগত দিক, বিশেষ করে শিক্ষা, মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হয়। বর্তমান চীনে মানবপুঁজির সঞ্চয় বাড়ছে। একই সঙ্গে নতুন শ্রমবাজারে শ্রমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধাভিত্তিক লভ্যাংশ ক্রমশ বাড়ছে। এটি প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের জন্য বেশ সহায়ক হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের ২০২১ সালের উন্নয়ন সূচকের তথ্য বলছে, চীনে ৭৩ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ২০১০ সালে চীনে ২৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের ৬৫ দশমিক ৩ শতাংশ নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছে। ২২ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেছে। চীন মানবসম্পদের বিকাশে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিনিয়োগ করছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও মেধা অনুসন্ধান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সবখানে বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটছে। আন্তর্জাতিক তালিকার শীর্ষে উঠে আসছে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

চীনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জনমিতিক ক্ষেত্রে জীবন আয়ুষ্কাল উন্নীত হয়েছে ৭৮ দশমিক ২ বছরে (সূত্র ঃন্যাশনাল হেলথ কমিশন ২০২১)। ইউএনএফপিএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরুষ ও নারীর আয়ুষ্কাল যথাক্রমে চীনে ৭৬ ও ৮২ ভারতে ৭১ ও ৭৪ এবং বাংলাদেশে ৭২ ও ৭৬ বছর।

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি নতুন চ্যালেঞ্জও দেখা দিয়েছে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি দ্রুত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে। ইউএনএফপিএর প্রতিবেদন বলছে, চীনে ৬০ বছর ও তার বেশি বয়সী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বয়সোর্ধ্ব ১৪ শতাংশ। অর্থাৎ চীনে এখন চলছে মধ্যবয়সীদের পর্যায়। বয়স্ক জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি ও প্রজনন হার কমে যাওয়ায় চীনকে এখন কৌশলী হতে হবে। দ্বিতীয় জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং তা দীর্ঘায়িত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্নের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমবাজারে নারী এবং মানবপুঁজি সৃজন

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লে তা জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে সহায়ক হয়। ভারত ও বাংলাদেশের তুলনায় চীনে বেশি নারী শ্রমবাজারে অংশ নিচ্ছেন। এ হার ৬২ শতাংশ। ভারত ও বাংলাদেশে তা যথাক্রমে ১৯ ও ৩৫ শতাংশ (সূত্র ঃবিশ্বব্যাংক)। লক্ষণীয় হলো, জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে যুব বেকারত্ব বড় একটি বাধা। চীন, ভারত ও বাংলাদেশে উচ্চ যুব বেকারত্বের উপস্থিতি রয়েছে। চীনে এ হার ১১ দশমিক ২৬ শতাংশ। ভারত ও বাংলাদেশে যথাক্রমে ২৮ দশমিক ৩ এবং ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবদান নির্ণয়ে মানবপুঁজি বা হিউম্যান ক্যাপিটাল সূচক অনুযায়ী ২০১৭-২০২০ সালে চীনের মান ছিল উচ্চ (০.৭), ভারত ও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। মানবপুঁজির জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ দরকার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০২১ সালে শিক্ষায় চীন তার মোট জিডিপির ৪ দশমিক ১ শতাংশ ব্যয় করেছে। ২০১৯ সালে স্বাস্থ্যে ব্যয় করেছে মোট জিডিপির ৫ দশমিক ৩৫ শতাংশ। ভারতে ও বাংলাদেশে এ হার যথাক্রমে ৩ দশমিক ০১ শতাংশ ও ২ দশমিক ৪৮ শতাংশ। আধুনিক চীন উন্নয়নের এক রোল মডেল। গরিবি হটাতে বিশাল জনসংখ্যার এই দেশটির রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। চীনে দ্রুত নগরায়ণও হচ্ছে। ২০২০ সালের জনশুমারিতে দেখা গেছে, চীনের প্রায় ৬৪ শতাংশ মানুষ নগরবাসী।

নিম্ন প্রজনন হার থেকে প্রজনন হার বাড়াতে কাঠামোগত পরিবর্তনে চীন কী উদ্যোগ নেয়, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে চীন কী কার্যকর ভূমিকা নেয়, তাও বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে। ২০২২ সালে জাতিসংঘের প্রাক্কলিত হিসাবে জনসংখ্যার মধ্যমেয়াদি দৃশ্যপট প্রক্ষেপণে চীন ইতিমধ্যেই শিখরে পৌঁছেছে কি না, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

জানা অজানা

অনুকরণ নয়, অনুসরণ করুন

সুনীল কুমার দে

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মূর্খ,পরের ভাব অনুকরণ করিলে কোনো কিছুই নিজের হয় না,নিজে না অর্জন করিলে কোনো কিছুই নিজের হয় না।তাই অনুকরন নয়,অনুসরণ করো।

সত্যি স্বামীজীর কথা কতখানি যে মূল্যবান আজ ভারতীয় সমাজের দিকে চোখ বুলালেই বুঝতে পারা যায়।এমনি তেই ভারতবর্ষের লোক খুবই অনুকরনপ্রিয়।পরের যা দেখবে তাই অনুকরণ করবে। খাওয়া, দাওয়া, সাজ পোশাক,চুল কাটা থেকে নিয়ে ফাটা জামা পেন্ট পরা পর্যন্ত। কোনটা ভালো,কোনটা খারাপ তা বিচার করার ও সময় নেই।সিনেমার নায়ক নায়িকারা যে সব করছে তাই আমাদের ও করতে হবে ,চোখ বন্ধ করে অনুকরণ।পরের অনুকরণ করতে গিয়ে ভারতের নর নারীরা আজ তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম,পরম্পরা গুলো কে ভুলতে বসেছে।বিদেশি ভাষা, সংস্কৃতি ,সাজ পোশাক, খাওয়া, দাওয়া, আচার আচরণ প্রভৃতি পুরোপুরি ভাবে আজ ভারতীয় সমাজ কে গিলে ফেলেছে। আমাদের ভারতীয় সমাজে হ্যালো, হ্যায় ছিলো না, হ্যান্ড স্যাক ছিলো না, মোম ডেড ছিলো না, কেক কেটে ও মোমবাতি নিভিয়ে হ্যাপি ব্যার্থ ডে পালন ছিলো না,বুড়ো বয়সে বিবাহ বার্ষিকী ছিলো না,ছোটো কাপড় পরা ছিলো না,মেয়েদের জিন্স গেঞ্জি পরা ছিলো না,পার্টি তে মদ খেয়ে নাঙ্গা নাচ ছিলো না, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাসনে মদ খাওয়া অনিবার্য ছিলো না,নাইট ক্লাব ছিলো না,খোলাখুলি যৌনাচার ছিলো না,বিয়ের আগেই সন্তান উৎপাদন করা ছিলো না,ফাদার্স ডে,মাদার্স ডে প্রভৃতি ছিলো না,মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর রীতি রেওয়াজ ছিলো না।এ গুলো সবই ধার করা,বিদেশিদের অন্ধ অনুকরন। আমি বলছি না যে বিদেশিদের সব কিছুই খারাপ,কিছুই গ্রহন যোগ্য নয়।তাদের কাছে অনেক ভালো জিনিষ আছে ও ভালো গুন আছে যা কিন্তু আমরা অনুকরণ বা গ্রহন করি না।বিদেশেদের অনেক লোক আজ কাপড় খোলা ছেড়ে দিয়ে আমাদের দেশের কাপড় পড়তে শুরু করেছে আর আমাদের দেশের লোক কাপড় খুলতে শুরু করেছে।বিদেশের অনেক মেয়েরা ভারতীয় নারীদের মত শাখা,সিঁদুর,আলতা,শাড়ি পড়ছে,ব্রত উপবাস করছে ও হরিনাম করছে আর আমাদের দেশের অনেক মেয়েরা পরাধীনতার চিন্হ বলে ও আধুনিকতার নামে সে সব বর্জন করতে চলেছে।তারা সবাই আজ মন্দিরে ও আশ্রমে যাওয়া শুরু করেছে আর আমাদের দেশের অনেক ছেলে মেয়েরা মঠ মন্দির ও আশ্রমের পরিবর্তে নাইট ক্লাবে যাওয়া শুরু করেছে।বাড়িতে সন্ধ্যা দেওয়া বন্ধ করছে।আজ আমাদের দেশের মানুষেরা নিজেদের ভাষা ,সংস্কৃতি ও ধর্ম ভুলে সাহেব ও মেম হওয়ার প্রতিযোগিতা করছে।ময়ূরের পালক গুঁজে কাক ময়ূর হওয়ার চেষ্টা করছে।তাই সবার কাছে অনুরোধ অন্ধ অনুকরন নয়,অনুসরণ করুন।অপরের যা ভালো তা গ্রহন করুন কিন্তু নিজেদের যা ভালো তা ত্যাগ করে নয়।

পাঠকের চিঠি

ভারতের নবজাগরণের প্রথম পথিক ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়

বাইশে মে ছিল একটি স্মরণীয় দিন। কারণ ওই দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতের নবজাগরণের প্রথম পথিক ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়ের বহু প্রচেষ্টায় বন্ধ হয়েছিল সতীদাহর কুপ্রথা। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। দেশ কুসংস্কারচ্ছন্ন। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নানারকম বিধি নিষেধ কুসংস্কারচ্ছন্ন দেশ ভরে গিয়েছে। ভারতে আকাশে তখন অন্ধকারে ঘনঘটা। এই অন্ধকার ভেদ করে নবজাগরণের সূচনা করলেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ অত সহজ কাজ ছিল না। সারা ভারত তথা বাংলা জুড়ে চলছে তখন সতীদাহ। আরো নানারকম সামাজিক কুসংস্কার। রাজা রামমোহন রায়ের সামনে যখন সতীদাহ দেওয়া হল তখন তিনি মনেপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করলেন যেনতেন প্রকারে এই কুসংস্কার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুধর্মের বহু ধর্ম গ্রন্থ দেখতে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বহু ঘাটাঘাটি করে কোথাও সতীদাহ প্রথার বিবরণ পেলেন না। তখন থেকেই তিনি আন্দোলন শুরু করলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য এবং ভারতের বড়লাট এর কাছে দরবার করলেন এই(সতীদাহ)কুপ্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করার জন্য। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র(বই) ভারতের বড়লাটকে দেখালেন কোথাও সতীদাহর কথা উল্লেখ নেই। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের প্রধান বড়লাট সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে সতীদাহ প্রথার মতন কুপ্রথা বন্ধের নির্দেশ দিলেন। ভারতের চিরদিনের জন্য সতীদাহ প্রথার মত কুপ্রথা বন্ধ হল। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ রাজা রামমোহন রায়ের।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্র পল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের বৌদ্ধিক আন্দোলনে স্তব্ধতা এসেছে, বরাক উপত্যকার বাঙালিরা প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বাঙালিরা নিজেদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার দাবি করলে অসমীয়াদের সঙ্গে বিভেদ বৃদ্ধি পাবে, এমনিতে কোনো পার্থক্য নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ 'স্থান' ধেমাজি জেলার সিলাপাথার, 'কাল' সারা অসম বাঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশনের ১৫তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন, 'পাত্র' হাজার হাজার বঙ্গবাসী সাধারণ জনতা। অতি তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্থান কাল পাত্র দেখে বর্তমান অসমের বাঙালিদের স্থিতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন গত প্রায় দশ বছর ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের বৌদ্ধিক আন্দোলনে যেন এক স্তব্ধতা এসেছে । অথচ বরাক উপত্যকার বাঙালিরা প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই স্তব্ধতা ভেঙ্গে ফেলার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। কারণ এটা শুভ লক্ষণ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

উজান অসমের ধেমাজি জেলার সিলাপাথারে সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের ১৫তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন আযোজন করা হয়েছিল। তাছাড়া একই সঙ্গে সংগঠনটির ধেমাজি জেলা সমিতির অষ্টম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কার্যসূচিতে মুখ্য অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বাঙালিরা সর্বদা শিক্ষা সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে থাকার নজির রয়েছে। কিন্তু দশ বছর ধরে যেভাবে বাঙালি সমাজের শিক্ষার দীক্ষার প্রসার কিংবা ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান অথবা সাংস্কৃতিক কর্মী গড়ে ওঠা উচিত ছিল সেটা হয়নি। যেন হিন্দু বাঙালিদের বৌদ্ধিক আন্দোলনে অর্থাৎ আর্থ সামাজিক শিক্ষা জীবনে এক স্তব্ধতা এসেছে। তবে এর বিপরীতে বরাকের বাঙালিরা যথেষ্ট এগিয়ে গেছেন। তবে বাঙালিদের শিক্ষা দীক্ষা, সাংস্কৃতিক বিকাশ হওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। অন্যথায় অসমে বসবাসকারী হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাঙালি ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাওয়া, শিক্ষার প্রসার না হওয়া, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়ার বিকাশ না হওয়া শুভ লক্ষণ নয়। ফলে এই স্তব্ধতা ভেঙ্গে হিন্দু বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতির দিক দিয়ে জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে হবে। অসমে বহু বাঙালি শিক্ষাবিদদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু গত ১০-১৫ কিংবা ২০ বছর ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার হিন্দু বাঙালিরা যেন এক বন্ধনে বাধা রয়েছে। এই শিকল ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অসমে বসবাসকারী বাঙালি এবং অসমীয়ারা একসঙ্গে কাজ করছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যুব ছাত্র ফেডারেশনকে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে বাঙালি বলে তাদের পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে বলে যেন ভাবনা চিন্তা না থাকে। বাঙালিদের অসমীয়া বলে গৌরব করা উচিত। যখনই বাঙালিদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করা হবে তখনই অসমীয়া এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয়টিকে সহজ ভাবে নেওয়া উচিত। একই সনাতন সংস্কৃতি বলে ভাবতে হবে, একসঙ্গে কালী পূজা, দুর্গা পূজা পালন করতে হবে। এর ফলেই দুটি জাতির মধ্যে এক কথা সমান বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে চিন্তা চর্চা করার প্রযোজনীতা রয়েছে। পৃথক পৃথক থাকলে দুটি জাতি দুর্বল হবে। একসঙ্গে মিলে থাকলে সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে শক্তিশালী হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাঙালি এবং অসমীয়া দুটি জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, তফসিলি ইত্যাদি ভাগ রয়েছে রয়েছে। অসমীয়দের মধ্যে দাস, কলিতা ইত্যাদি থাকার বিপরীতে বাঙ্গালীদের মধ্যে পাল, ঘোষ, নমঃশূদ্র রয়েছে। সরকার তফসিলীদের জন্য কিছু দিলে সেটা অসমীয়া পাবেন, বাঙালিরাও পাবেন। এবার বাঙালিরা যদি যদি পৃথক ব্যবস্থার দাবি করেন স্যাটেলাইট কাউন্সিলের দাবি করেন চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের দাবী জানান ব্রাহ্মণদের জন্য দাবী জানান তাহলে অসমীয়ারও একই দাবি জানাবেন। বাঙালিদের শুধুমাত্র পৃথক ভাষিক পরিচিতি রয়েছে। এটা কোনভাবেই কাস্ট এথনিসিটি নয়, এথিনিক আইডেন্টি নয়। মিসিং রাভাদের এথিনিক আইডেন্টি রয়েছে। তারা মাঙ্গলিক ধারা থেকে এসেছে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির ধারা থেকে আসা অসমীয়া, বাঙালি ভাষা সংস্কৃতি থেকে উৎপন্ন। ফলে তিনি স্বয়ং বাঙালি অসমীয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না, কেহ পার্থক্য খুঁজে বেড়ালে সেটা তিনি ভালবাসেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন অসমীয়া বাঙালির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ভাষার জন্য পার্থক্য খোঁজা উচিত নয়। সাধারণ জনতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তাদের মাতৃভাষা বাঙালি কিন্তু অসমের জমি থেকে অসমীয়া ভাষা নিগৃহীত হয়েছে। সেজন্য অসমীয়া ব্যক্তিদের থেকে বাঙ্গালীদের দায়িত্ব বেশি। বাঙালি সমাজ নিজেদের মাতৃভাষা জানতে হবে সঙ্গে অসমীয়া ভাষাও শিখতে হবে। কারণ নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে জীবিত রাখতে হবে এবং অসমীয়া ভাষাকে নিজের বলে আপন করে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি এটা স্বীকার করে নিচ্ছেন যে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির প্রতি বাঙালিদের বৃহৎ অবদানের কথা অসমীয়ারা ভুলে গেছিলেন। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির মতন ব্যক্তি কত অবদান রেখে গেছেন সেটা অসমীয়ারা বুঝতে পারেননি। তবে গত দুই বছরে অসমের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে অসমীয়া বাঙালির মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য ছাড়াই সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সদিয়াতে যেভাবে অসমীয়াদের মত বাঙালি তফসিলিরা নির্বিধায় জমি কিনতে পারছেন একইভাবে বিটিআর এলাকায়ও বাঙালিরা পারছেন। তবে বিটিআর এলাকায় অসমীয়া ব্রাহ্মণদের যেভাবে জমি কেনার অধিকার নেই ঠিক একইভাবে বাঙালি ব্রাহ্মণদেরও নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের ভুল হয়ে আসা হিন্দু বাঙ্গালীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিজেপির মত তার রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু বাঙ্গালীদের সমস্যা সমাধান করা হবে। যথা সময়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কার্যকর করা হবে। তাছাড়া এনআরসির বাযোমেট্রিক্স সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে অসমীয়ারাও রয়েছেন। উজান অসমে ৩ লক্ষ অসমীয়া ব্যক্তিদের নাম বাযোমেট্রিক্সে বন্দী হয়ে রয়েছে। ডিব্রুগড়ের নাহারকাটিয়াতে পঞ্চাশ হাজার অসমীয়া, বঙাইগাঁও এ এক লক্ষ কোচ রাজবংশীদের একই সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হিন্দু বাঙ্গালীদের যা সমস্যা অসমীয়দের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে। তবে তিনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন গত দুই বছরে ট্রিবুনালের দুই একটি নোটিশকে বাদ দিলে বাঙালিরা কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হননি। হিন্দু বাঙালিরা অসমে সুখে শান্তিতে রয়েছেন। মিশন ভূমিপুত্র, মিশন বসুন্ধরায় হিন্দু বাঙালিরা উপকৃত হবেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালীদের কোন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা নেই। বিটিআর কাউন্সিল ৩৪ জন হিন্দু বাঙালি ইএম রয়েছেন। ফলে বাঙ্গালীদের মনে কোনো ধরনের মেন্টাল প্রেসার না রাখার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অসমীয়া সমাজ জীবনে বাঙ্গালীদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। হিন্দু বাঙালিরা বর্তমান বৃহত্তর অসময়ে জাতির অবিচ্ছেদ অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রবজন এবং বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অসমীয়া জাতীয় জীবনে মিশে একাকার হয়ে গেছেন অসমের বাঙালিরা। অসমীয়া এবং অসমে বসবাসকারী বাংলাভাষী অসমীয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় অসমীয়া জাতি শক্তিশালী গ্রুপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বইয়ের অসমীয়া লেখক ছিলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। ১৮২৯ সালে তিনি এই বই প্রকাশ করেছিলেন। এই বইয়ের সম্পাদক হিসেবে ছিলেন কটন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম আচার্য যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ১৯১৭ সালে অসম সাহিত্য সভা গঠনে পন্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যা বিনোদের অন্যতম ভূমিকা ছিল। ১৯১৫ সালে বর্ধমানে আযোজিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে অসম সাহিত্য সভা গঠনের সফলতা শুরু হয়েছিল। রমেশ চন্দ্র দত্ত ব্রিটিশ সরকারকে চিঠি লিখে অসমীয়া যে পৃথক ভাষা সেটা জানিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অসমীয়া এবং বাঙালির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান ১৮৯১ সালের ১১ মার্চ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজি প্রজ্ঞা সুন্দরী দেবীর বিবাহ হয়েছিল। ১৯০৬ সালে জ্ঞানীভিরাম বড়ুয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ভাই জিতেন্দ্র ঠাকুরের নাতিনি লতিকার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। ১৯১৯, ১৯২৩, ১৯২৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসম সফর করেছিলেন। তার রচনায় ব্রহ্মপুত্র শিলচর ধুবুরি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি গৌরীপুর ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। তরুণ রাম ফুকন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা স্মরণ করে আবৃত্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা অসময়ে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। অসমের বহু লেখকের নাম উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রত্যেকে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখে গেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বে সরকার গঠনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্র বসু এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গোপীনাথ বরদলৈকে বিভিন্নভাবে সহায়ক সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিনের সিলাপাথারে আযোজিত সারা অসম বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের ১৫তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু, সাংসদ প্রদান বড়ুয়া, বিধায়ক ভুবন পেগু, রামকৃষ্ণ ঘোষ, অজয় কুমার রায়, বোলিং চেতিয়া, সোনোয়াল কাছারি স্বশাসিত পরিষদের সিইএম টংকেশ্বর সোনোয়াল, দেউরি স্বশাসিত পরিষদের সিইএম ভৈরব দেউরি, বিটিআর এর ইএম ধর্মনারায়ন দাস, গৌতম দাস, এমসিএ সজল সিংহ, মিসিং স্বশাসিত পরিষদের সইএম বলেন্দ্র নার্জারী, বিজেপির জেলা সভাপতি প্রেম দত্ত, গণপরিষদের জেলা সভাপতি, ফেডারেশনের সভাপতি দীপক দে, সাধারণ সম্পাদক অজিত দেবনাথ, কার্যকরী সভাপতি নির্মল কান্তি শীল, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ডক্টর উত্তম দাস, বিজয় চন্দ্র, জগদিশ গুপ্তা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কোনো ধরনের আন্দোলন ছাড়াই অসম পেয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প

নয় বছরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারকে ধন্যবাদ রাজ্য বিজেপির

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গত ৯ বছরে কোন ধরনের আঃেদালন না করেই অসম কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং রেকর্ড সংখ্যায় প্রকল্প হাতে পেতে সক্ষম হয়েছে। এই বিভিন্ন প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে কেন্দ্র ইতিমধ্যে অসমকে ৬ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে বিজেপির অসম রাজ্য কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নয় বছর সফলতার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপির অসম রাজ্য কমিটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অসম ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। এরমধ্যে জল জীবন মিশনের অধীনে ২৫ হাজার গ্রাম সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রায় ১২ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে ঘর পেয়েছে। রাজ্য ইতিমধ্যে এইমস স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ১৪ টি নতুন মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩০০ টি মডেল হাসপাতাল, ৮০০ টি প্রাথমিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৭ টি ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান, পাঁচশোর অধিক নতুন আইসিইউ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষিমপুর, তিনসুকিয়া, কোকড়াঝাড়, গুয়াহাটিতে সাইর অধীনে ক্রীড়া প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১০ হাজার কিলোমিটার জাতীয় সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৮০০ টি নতুন কংক্রিটের পাকা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৬ লক্ষ মহিলাকে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ৪৫ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিজেপির অসম রাজ্য কমিটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে ছয়টি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ছয়টি মহিলা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে বগীবিল, ধলা সোদিয়া, সরাইঘাট সেতু নির্মাণের পর আসাযাওয়া শুরু হওয়ার পাশাপাশি পাঁচটি নতুন সেতু নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে অব্যাহত রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ক্রেকার পলিমার লিমিটেড শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ৫০০০ কোটি টাকা রাজ সাহায্য পেয়েছে রাজ্য। অসম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডের নতুন প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। নুমুলীগড় শোধনাগারের শোধন ক্ষমতা ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইন্দ্রধনু গ্যাস গ্রিড প্রকল্পের জন্য ছয় হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অসমের ৮০ লক্ষ ব্যক্তিদের বন্ধন একাউন্টে সুবিধা প্রদান করেছে সরকার। তাছাড়া প্রায় এক কোটি ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনায় অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। একইভাবে ৪৫ লক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন রাজ্যে আয়ুস্মান ভারত কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যৌগিক উপায়ে লজিস্টিক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। পান্ডু এবং বগীবিল বন্দরের আধুনিকীকরণের নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মপুত্রের উপরে কার্গো জাহাজ চলাচল শুরু করেছে। রূপসী বিমানবন্দর নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি বিমানবন্দর নবনির্মাণ, ডিব্রুগড় বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। গুয়াহাটিতে ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। গোগামুখে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়েছে। শিবসাগরকে হেরিটেজ সিটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি চরাইদেও বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষনা করার জন্য ইউনেস্কোতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি বিটিসি এবং কার্বি স্বাশাসিত পরিষদের জন্য অতিরিক্ত মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। অসম চতুর্দশ আর্থিক আযোগের বিশেষ অনুদান লাভ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন গুয়াহাটি মহানগরে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। দ্বৈত্য রেললাইন সম্প্রসারণ এবং রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। গুয়াহাটি থেকে ইতিমধ্যে বঙ্গে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। অসম কাঁচা তেলের রয়েলটি বাবদ বকেয়া ৭৭৭০ কোটি টাকা পেয়েছে। আমগুড়িতে সৌরশক্তি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। চাবুয়াতে অনিরুদ্ধ দেব ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মঙ্গলদৈতে দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। অসমের গামছা ইতিমধ্যে জি আই টেগ পেয়েছে। রাজ্যে জি টোয়েন্টির বেশ কয়েকটি বৈঠক সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির সহযোগিতা তথা অসমের প্রতি থাকা তার আন্তরিকতার জন্য এই ধরনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যখন তৃতীয় বার বিজেপি সরকার শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসবে তখন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম আরো অধিক উন্নয়নের দিকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপির অসম রাজ্য কমিটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত। এদিকে রাজ্য বিজেপির তফসিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ট স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ি ভবনে মঙ্গলবার এক যোগদান কার্যসূচি আযোজন করা হয়েছিল। জন সম্পর্ক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আযোজিত এই কার্যসূচিতে প্রায় পাঁচশতাধিক পুরুষ মহিলা রাজ্য বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, উপসভাপতি জয়ন্ত কুমার দাস, কার্যালয় সম্পাদক সুরজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য গত ১৮ মে শোনিতপুর জেলায় সুরজ বাসফোরের নেতৃত্বে ৭৪৫ জন বাসফোর সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন।

বোমা উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বোমা উদ্ধার বাঁশঝোর গ্রামের চরকাপড়ায় ঝোপের মধ্যে থেকে প্রায় চোদ্দোটি তাজা বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছুদিন আগে এই গ্রাম থেকে বোমা উদ্ধার করেছিলো পুলিশ ।

বীরভূমের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গত কয়েকদিন ধরে এক নাগারে বোমা উদ্ধার করছে পুলিশ ।

একাধিক দাবিতে সিউড়ি শহরে মিছিল স্মারকলিপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ আদিবাসী, কৃষক,সরকারি কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার্থে,সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুধবার সিউড়ি শহরে মিছিল করলো আদিবাসী অধিকার মহাসভা, জয় কিষান আঃেদালন,কৃষক ফ্রঃট,সারা ভারত ক্ষেতমজুর কৃষক সভা,কুশকনী নদী সমাজ, ইয়ং বেঙ্গলের উদ্যোগে । আদিবাসী মহাসভার আহ্বায়ক জগন্নাথ টুডু বলেন, আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে কয়লাখনি করতে দেবো না,অস্থায়ী চাকরি যেন স্থায়ীকরণ করা হয়,বেআইনিভাবে জমি নেওয়া যাবে না,হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে - এইসব দাবিতে আমরা প্রশাসনের কাছে এসেছি । প্রশাসন ব্যবস্থা না করলে পঞ্চায়েত ভোটের পর পদক্ষেপ নেবো সেটার জন্য প্রশাসন দায়ি থাকবে । জয় কিষান আঃেদালনের সর্বভারতীয় সভাপতি অভীক সাহা বলেন, অনিচ্ছুক কৃষক আদিবাসী জমি দিতে চাইছে না । পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা ফসলের সঠিক দাম পাই না । আমরা গনতান্ত্রিকভাবে ডেপুটেশন দিচ্ছি । চল্লিশদিন আগে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম । প্রায় পাঁচশো আদিবাসী এসেছে । ভবিষ্যতে পাঁচ হাজার আদিবাসী আসবে । জেলাশাসক না থাকায় অতিরিক্ত জেলাশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করে বেরিয়ে আদিবাসী অধিকার মহাসভার আহ্বায়ক জগন্নাথ টুডু বলেন, অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বললাম । পনেরোদিন পর আবার আসবো ডিএমের সঙ্গে দেখা করতে । কয়লাখনি বন্ধ হয়ে গেলে চাকরি চলে যাবে ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের যে সমস্যা দেখছেন গাভাস্কার

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ আইপিএল শেষ! রোহিত শর্মারা এখন তাকিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দিকে। আগামী ৭ জুন ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের টেস্টশ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। টানা দ্বিতীয়বারের মতো ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলছে। গতবার নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা। এবার তাই ভারত মরিয়া টেস্টশ্রেষ্ঠত্বের নাগাল পেতে। সোমবারই দুই মাসের টিটোয়েন্টি উৎসব আইপিএলের পর্দা পড়েছে। ফাইনালে গুজরাট টাইটানসকে নাটকীয়ভাবে ৫ উইকেটে হারিয়ে রেকর্ড পঞ্চমবারের মতো আইপিএলের শিরোপা জিতেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারের শঙ্কা, দুই মাস ধরে টিটোয়েন্টি ক্রিকেট খেলার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতীয় ক্রিকেটাররা না আবার সমস্যায় পড়েন।

গাভাস্কার স্টার স্পোর্টসকে বলেছেন, এত দিন টিটোয়েন্টি ক্রিকেট খেলে হঠাৎ করেই টেস্টে ক্রিকেটের মেজাজে ফেরা একটা বড় সমস্যাই, 'এটা বড় একটা পরীক্ষা। প্রায় সবাইকেই টিটোয়েন্টি সংস্করণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। টেস্ট ক্রিকেটটা দীর্ঘ পরিসরের খেলা। সুতরাং এটা খুবই বড় চ্যালেঞ্জ।' গাভাস্কার মনে করেন, একমাত্র চেতেশ্বর পূজারাই দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটের মধ্যে আছেন, 'ভারতীয় দলে একমাত্র চেতেশ্বর পূজারাই ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট খেলছে। সুতরাং সেই দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটের মধ্যে আছে। ইংলিশ কন্ডিশনে অভ্যস্ততাও তাঁর আছে। এটা দল হিসেবে ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।'

এই অবস্থায় দলের ৫ নম্বর পজিশনে অজিঙ্কা রাহানের উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন গাভাস্কার, 'রাহানের ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে অভিজ্ঞতা অনেক। সে সেখানে রানও পেয়েছে। আমি মনে করি, রাহানে দলের পাঁচ নম্বর পজিশনে গুরুত্বপূর্ণ। তার অনেক কিছুই প্রমাণ করার আছে। রাহানের এখনো ভারতীয় দলকে অনেক কিছুই দেওয়া বাকি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তার জন্য দারুণ একটা সুযোগ। আমি মনে করি, সে এই সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় দলে নিজের জায়গাটা আবারও পাকাপোক্ত করে নেবে।'

গার্দিওলাকে সেরা কোচের পুরস্কার দিয়ে ফার্গুসন বললেন, 'এটা কষ্টের'

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন মঞ্চে পেপ গার্দিওলার নাম ঘোষণার পর একটু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'এটা কষ্টের, তাই না?' ম্যানচেস্টার সিটি কোচ গার্দিওলা লিগ ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে এবার ইংল্যান্ডের 'ম্যানেজার অব দ্য ইয়ার', অর্থাৎ বছরের সেরা ম্যানেজার হয়েছেন। তারই পুরস্কার হিসেবে ট্রফি নিয়েছেন ফার্গির কাছ থেকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কিংবদন্তি এ কোচের নামে পুরস্কারটির নামকরণ করা হয়েছে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন ট্রফি। স্কটিশ কিংবদন্তি বিজয়ী হিসেবে গার্দিওলার নাম ঘোষণার পর কেন ওই কথা বলেছেন তা না বললেও চলে। ইংলিশ ফুটবলে ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজকের নয়। ফার্গুসনের সামনে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কোচ সেরা কোচের পুরস্কার জিতবেন আর তাঁর খুব ভালো লাগবে, সেটি হতে পারে না। যদিও মুখে হাসি ধরে রেখে ফার্গি এরপরই বলেছেন গার্দিওলা, 'যোগ্য হিসেবেই পুরস্কারটি জিতেছেন।' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডকে ১৩ বার শিরোপা জেতানো ফার্গুসনের নামে চালু হওয়া এ পুরস্কার তৃতীয়বারের মতো জিতলেন গার্দিওলা। ইংল্যান্ডের সব স্তরের ফুটবল কোচদের ভোটে বিজয়ী বেছে নেওয়া হয়। ৫২ বছর বয়সী গার্দিওলা এবার প্রিমিয়ার লিগে সিটিকে টানা তৃতীয় শিরোপা জিতিয়ে চতুর্থবারের মতো মৌসুমসেরা ম্যানেজারের পুরস্কারও জিতেছেন। প্রিমিয়ার লিগের স্পনসর প্রতিষ্ঠান একটি প্যানেল গড়ে পুরস্কারটি দিয়ে থাকে। আর লিগ ম্যানেজার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তার নাম এলএমএ ম্যানেজার অব দ্য ইয়ার। তৃতীয় কোচ হিসেবে এ পুরস্কার অন্তত ৩ বার জিতলেন গার্দিওলা। এভারটন ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক কোচ ডেভিড ময়েসও তিনবার জিতেছেন এ পুরস্কার। আর যাঁর নামে এ পুরস্কারের প্রচলন, সেই ফার্গুসন জিতেছেন সর্বোচ্চ পাঁচবার। ২০১৮ সালে জয়ের পর সর্বশেষ ২০২১ সালে এ পুরস্কার জিতেছিলেন গার্দিওলা। গত বছর জিতেছেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। এবার পুরস্কারটি হাতে নিয়ে মনোনীত হওয়া অন্য কোচদের স্মরণ করলেন গার্দিওলা, 'সবার আগে আমি এ সাফল্য মনোনয়ন পাওয়া অন্য সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। তারা সবাই এবারের মৌসুমে দুর্দান্ত কাজ করছেন। আপনি কত ভালো কোচ সে জন্য নয়, কী জিতলেন সে জন্য পুরস্কারটি দেওয়া হয়। আমি এমন একটি অবিশ্বাস্য ক্লাবে আছি, যেখানে সবার সমর্থন ও সাহায্য না পেলে এটা জেতা সম্ভব হতো না।' গত ছয় বছরের মধ্যে এবার পঞ্চমবারের মতো সিটিকে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতিয়েছেন গার্দিওলা। এ ছাড়া দলকে তুলেছেন এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে। ৩ ম্যাচ হাতে রেখেই প্রিমিয়ার লিগ জয় নিশ্চিত করা গার্দিওলার সামনে 'ট্রেবল' জয়ের সুযোগ আছে।

লাজুক লিওনেল মেসিকে বদলে দিয়েছে কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি তার সম্ভাব্য শেষ ও পঞ্চম বিশ্বকাপ মিশনে গিয়ে জিতলেন আরাধ্য ফিফা বিশ্বকাপ শিরোপা, তর্কাতীতভাবেই বিশ্বের সবচেয়ে অলংকৃত ফুটবল সিভিতে এই একটা অপূর্ণতাই ছিল, যা গত ডিসেম্বরে পূরণ হয়ে গেছে।

এই জয়টা ছিল কেবলই গল্পের একটা অংশ। মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য, প্রথমে পর্দার আড়ালে এবং পরে সবচেয়ে বড় মঞ্চে।

৩৫ বছর বয়সী মেসির প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক কোনও কালেই ছিল না, কিন্তু তার চরিত্রে একটা পরিবর্তন এসেছে। বার্সেলোনার যুব দলে খেলার সময় লিওনেল মেসি এতোটাই লাজুক ছিল যে তার সতীর্থদের এড়াতে করিডোরেই পোশাক বদল করে নিতেন।

লিওনেল মেসি 'এই বিশ্বকাপে ছিলেন আলাদা' - বলছেন আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলায় খেলা গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

বিবিসি স্পোর্ট ডকুমেন্টারি 'লিওনেল মেসি ঃ ডেস্টিনি' তে আর্জেন্টিনার গোলকিপার বলেন আগে যারা জাতীয় দলে খেলতেন তাদের চেয়ে মনে হয় আমরা আক্রমণাত্মক, এখন মেসিও মনে হয় আমাদের মতো হয়ে যাচ্ছে দুষ্টু বালক।

সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া এই ডকুমেন্টারিতে আরও তারকারা লিওনেল মেসির এই 'লাজুক বালক' থেকে 'ডানপিটে বেপরোয়া' হয়ে ওঠার গল্পের কথা বলেন।

২০১৮ সালে যখন লিওনেল স্কালোনি যখন আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব পেলেন তখন আর্জেন্টিনার আরেক গ্রেট ডিয়েগো ম্যারাডোনা তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় বলেছিলেন, দারুণ লোক, কিন্তু ও তো ট্রাফিকই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। আপনি জাতীয় দলের দায়িত্ব কী করে স্কালোনিকে দেন?

আর্জেন্টিনায় অনেকেই ম্যারাডোনার সাথে একমত ছিল।

কিন্তু স্কালোনি ছিলেন লিওনেল মেসির কোচ। স্পষ্টত, মেসিই তাকে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলে নিয়ে এসেছেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও প্রজন্মের সেরা এই ফুটবলারকে নিজের মতো করে, নিজেদের দলে রাখতে চেয়েছেন।

স্কালোনির নিয়োগের বছরখানেক আগে লিওনেল মেসির সাথে জাতীয় দলের সম্পর্ক খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না, কোচদের সাথেও ঝামেলা হচ্ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০১০ সালে প্রতিভাবান একটি আর্জেন্টিনা দল জার্মানির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর তখনকার কোচ ম্যারাডোনা লিওনেল মেসির নেতৃত্বগুণ নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন।

২০১৮ সালের বিশ্বকাপেও হোর্হে সাম্পাওলির অধীনে আর্জেন্টিনার বিদায় হয় দ্রুতই, দ্বিতীয় রাউন্ডে, একই সাথে কোচও বিদায় নেন।

এর মাঝে ২০১৬ সালে লিওনেল মেসি কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করে হারের পর সাময়িক অবসরেও গিয়েছিলেন।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তখন একটা ব্যাপারই নিশ্চিত করতে চেয়েছে, লিওনেল মেসি অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে বড় তারকা যাতে খুশি থাকেন।

লিওনেল মেসির আত্মজীবনীর লেখক গিলেম বালাগ বলেন, এফএর একটাই লক্ষ্য ছিল, মেসির সাথে কাজ করে তার সেরাটা বের করে আনতে পারেন এমন একজন ম্যানেজার খুঁজে বের করা।

স্কালোনি দায়িত্ব নিয়ে মেসিকে প্রশ্ন করেছে, 'তোমার কী মনে হয়, কী হলে তোমার কাজ চলবে?

এটা একটা পারস্পরিক আলোচনা, আপনার কাছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার থাকলে আপনার এটা করতেই হবে।

সে যাই হোক, স্কালোনির খুব জনপ্রিয় না হওয়া, ছোট শহরের মানুষের মতো বিনয় এবং নাক উঁচু স্বভাব না থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর্জেন্টিনা স্কোয়াডের জন্য, বিশেষত মেসির জন্য।

আর্জেন্টিনা ও ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ বলেন, স্কালোনি খুবই নির্ভার, খুব সৎ এবং ছোট শহর থেকে এলে যেমন হয়। আমি এটা মেলাতে পারি কারণ আমিও এমন ছোট শহরে বড় হয়েছিলাম, তার ভেতরের মানবিক গুণ আপনি দেখতে পারেন।

মার্টিনেজ তার সাথে যোগ করেন, আপনার প্রতিভাবান ফুটবলার থাকবেই কিন্তু আপনি কীভাবে তাদের চালাবেন তা জানতে হবে। এটা অনেকটা ফেরারি চালানোর মতো, আপনি যদি না জানেন কীভাবে চালাতে হয় সেটা, আপনি প্রতি কোণে ধাক্কা খাবেন।

আমি স্কালোনির ব্যাপারে একটা কথাই বলতে পারি, স্কালোনি জানেন কীভাবে ফেরারি চালাতে হয়।

কাতারে লিওনেল মেসিকে এবং আর্জেন্টিনা দলকে খুশি রাখার পন্থা কী ছিল?

লিওনেল মেসি অল্প বয়সে আর্জেন্টিনা ছাড়ার পরেও তার আর্জেন্টাইন শেকড় বিশেষত তার জন্মভূমি রোজারিওর সাথে সম্পর্ক ধরে রেখেছেন।

'অ্যাঞ্জেলস উইথ ডার্ট ফেইসেস অ্যা ফুটবলিং স্টোরি অফ আর্জেন্টিনার' লেখক জনাথন উইলসন বলেন, মেসি আর্জেন্টিনিয়ানদের উচ্চারণে কথা বলেন, আর্জেন্টিনিয়ান খাবার খান, আর্জেন্টিনিয়ান সিনেমা দেখেন ও আর্জেন্টিনিয়ান গান শোনেন।

স্কালোনি ও আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দ্রুতই লিওনেল মেসি ও তার সতীর্থদের জন্য কাতারে একটা ঘরোয়া পরিবেশ তৈরির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে দলটি যেখানে ছিল সেখানে একটা 'ছোট আর্জেন্টিনা' তৈরি করা হয়।

স্কালোনির অধীনে শুরুর দিকে জুনিয়র সতীর্থরা আর্জেন্টাইন কার্ড গেম ট্রাকো খেলতে মেসির হোটেলের দরজায় নক দিতেন।

এই একই খেলা কাতারেও সব জায়গায় খেলতেন মেসিরা, পান করতেন আর্জেন্টিনিয়ান চা। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আর্জেন্টিনিয়ান গরুর মাংসের বারবিকিউ আসাদোস, পুরো সফরের জন্য এই মাংসের ৯০০ কেজি কাতারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মেসির সাবেক সতীর্থ পাবলো জাবালেতা বলেন, আমার মনে হয় যদি মাতে আর সুন্দর বারবিকিউ থাকে তাহলে আর্জেন্টিনার মানুষ জীবনে আর কিছু চাইবে না।

বালাগ ও আরাউহো দুজনই বলেন এই পন্থায় আর্জেন্টিনা মেসির সেরাটা বের করে এনেছে, বিশ্বের সেরা ফুটবলারকে এমন একটা জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে তিনি ছিলেন ১৩ বছর বয়সে, যখন তিনি বার্সেলোনা চলে যান।

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে মেসি শৈশবের একটা প্রতিচ্ছবি দেখা যায় স্পষ্টভাবে।

ডাচ ম্যানেজার লুই ফন হাল লিওনেল মেসির মাঠে কর্মক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটা মেসির সতীর্থদের তাঁতিয়ে তোলে এবং ঐতিহাসিক এক বৈরীতায় আগুন লাগিয়ে দেয়।

ব্রাইটনের ম্যাক অ্যালিস্টার বলেন, লিওকে আক্রমণ, আর্জেন্টাইন কারও সামনে এটা করা উচিৎ হবে না।

মেসির আবেগ প্রকাশ পায় ম্যাচের ৭৩তম মিনিটে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলের পর লিওনেল মেসি কানের পাশে হাত নিয়ে লুই ফন হালকে দেখান, তার কর্মক্ষমতা নিয়ে করা মন্তব্যের জবাব দেন।

লিওনেল মেসি ও আর্জেন্টিনার সাবেক তারকা ফুটবলার হুয়ান রোমান রিকোয়েলমে ভালো বন্ধু।

যদিও এর আগে, রিকোয়েলমে ২০০২ সালে এক মৌসুমের জন্য বার্সেলোনায় ছিলেন বলে, সম্পর্কটা ছিল স্তুতির। রিকোয়েলমের সাবেক এজেন্ট মনে করিয়ে দিলেন, একবার বার্সায় দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলারদের জন্য আয়োজিত বারবিকিউ পার্টিতে লিওনেল মেসি রিকোয়লমের দিকে 'এমনভাবে চেয়েছিলেন যেন যীশুকে দেখছেন'।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিক আরাউহো মনে করেন, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে লিওনেল মেসির উদযাপন ছিল রিকোয়েলমের উদযাপন যা তিনি ক্যারিয়ারে বহুবার করেছেন, লুই ফন হাল ২০০০ এর শুরুর দিকে ছিলেন বার্সেলোনা ম্যানেজার তিনি রিকোয়েলমেকে তার পছন্দের জায়গায় খেলাননি। আরাউহো বলেন, 'এটা মেসির থেকে অপ্রত্যাশিত'।

তবে এটাই এই ম্যাচে মেসির লড়াকু মনোভাবের শেষ ছিল না, ম্যাচের পরে আর্জেন্টিনার মেসি নেডারল্যান্ডসের সহকারী কোচ এডগার ডেভিডসের মুখোমুখ হয়েছিলেন এরপর টানেলে সরাসরি টিভি সাক্ষাৎকারের মধ্যে হল্যান্ডের ১৯ নম্বর জার্সি ওউট ওয়েঘোর্স্টের উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি এদিকে চেয়ে কী দেখছো, যাও এখান থেকে।

আরাউহো বলেন, লিওনেল মেসির এই কথাটা ছিল স্বতস্ফূর্ত। এতে রোজারিওর ধাঁচ ছিল, মনে হয়েছে এটা হয়তো কারও দাদি বলছে।

এটা নিশ্চিতভাবেই হালকা কোনও রাগ ছিল না।

বালাগ বলেন, মেসি এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করলেন, যে তিনি নিজেকেই হয়তো চিনতে ভুল করবেন।

এই রাগ প্রকাশের পেছনের গল্প মেসির শৈশবের শহর রোজারিওর সাথে জড়িয়ে, যা আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসের ১৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বালাগ বলেন, বিশ্বকাপে মেসির মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল, যে লোকেদের সে পাশে পেয়েছে এরই মধ্যে সে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। মেসি হয়তো ১২ বছর বয়সে রাস্তায় খেলার সময় এমন ছিলেন, এরপর সে বার্সেলোনায় যায় সেখানে মেসি একটা ভিন্ন মানুষ, কাতালান, আরও দূরের মানুষ, আরও শান্ত। কিন্তু তার মধ্যেই এই ব্যাপারটি রয়ে গেছে।

এমন না যে মেসি ম্যারাডোনা হয়ে গেছেন কিন্তু মেসির মধ্যে যে রোজারিওর ব্যাপারটা ছিল সেটাই বিশ্বকাপে আমাদের সামনে এসেছে।

মেসি ওয়েঘোর্স্টের উদ্দেশ্যে 'বোবো' বলেন, যার অর্থ বোকা, বাচ্চারাই কেবল এই শব্দটা ব্যবহার করেন।

বালাগের সাথে মার্টিনেজও একমত, মেসি যেন স্কুলের সেই শিশু যে কি না ভুলে অন্য গ্রুপের সঙ্গে পড়ে গেছে।

অ্যাঞ্জেলস উইথ ডার্ট ফেইসেস অ্যা ফুটবলিং স্টোরি অফ আর্জেন্টিনার লেখক জনাথন উইলসন বলেন, মেসি আসলে তাদেরও অভাব পূরণ করেছেন যারা এই বিশ্বকাপে ছিলেন না। যারা কথা বলতে পটু যেমন হাভিয়ের মাসচেরানো থাকাকালীন মেসিকে বেশি কথা বলতে হয়নি। কিন্তু কাতারে এখানে একটা শুণ্যতা ছিল। সাংবাদিক ক্রিশ্চিয়ান মার্টিন পুরো বিশ্বকাপ সফরেই আর্জেন্টিনার দলের সঙ্গে ছিলেন, তিনি ও লিওনেল মেসির আত্মজীবনীর লেখক বালাগ দুজনই মেসির আচরণে ধাক্কা খান, কীভাবে মেসি এই শুণ্যতা পূরণ করে দিলেন একদম প্রথম ম্যাচ থেকেই। সৌদি আরবের বিপক্ষে ২-১ গোলের হার আর্জেন্টিনা দলের দ্রুতই বিদায়ের শংকা জাগিয়ে তুলেছিল।

অতীত বলে, এমন সব ম্যাচের পর লিওনেল মেসি যত কম সময় সম্ভব মাইকের সামনে কাটাতে চাইবেন কিন্তু বালাগ বলেন, এদিন মেসির মিক্সড জোন পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গিয়েছিল। মেসি সবাইকে বলছিলেন, আমরা এর চেয়ে ভালো।

মার্টিনেজ যোগ করেন, মেসি উপস্থিত সাংবাদিক প্রায় সবার সাথেই কথা বলেছেন, তিনি তাদের বলেন, 'আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখেন, আমরা আপনাদের হতাশ করবো না, আমাদের সাথে থাকুন'।

লিওর এই কথাগুলো খুব শক্তিশালী ছিল।

জাবালেটা বলেন, আমরা মেসিকে উপভোগ করেছি, তিনি একজন যথাযথ নেতা হয়ে উঠেছেন দারুণভাবে।

কঠিন সব মুহূর্তে মেসি একাই কথা বলেছেন, মেসি তার কোনও অনভিজ্ঞ ফুটবলারকে ঠেলে পাঠিয়ে দেননি, এটা দারুণ একটা বিষয় ছিল। মিডিয়ার সামনে বা নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচের মতো প্রতিপক্ষের সামনে সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর যে তাগিদ, এটা ছিল অনেকটা ম্যারাডোনার মতো, মেসি যেন নিজের ভেতরকার ডিয়েগোকে খুঁজে পেয়েছিলেন এই বিশ্বকাপে।

সাংবাদিক আরাউহো অবশ্য 'মেসি ম্যারাডোনাকে চ্যালেঞ্জ করছেন' বা 'লিওনেল মেসি ম্যারাডোনার মতো হয়ে উঠছেন' এই ধারণায় বিশ্বাসী নন, তিনি মনে করেন মেসি মেসির মতো থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যে শৈশবে তার পরিবারের নিয়তির বোঝা নিয়ে বার্সেলোনায় এসেছিলেন কিংবা যে সুপারস্টার মেসি একটা জাতির প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিলেন না আগের বিশ্বকাপগুলোতে।

তিনি বলেন, মাঠে অনেক হাসিখুশি একটা ব্যাপার ছিল, মেসির মাথা ছিল উঁচু এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি।

মেসি নিজের মধ্যেই একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে নিজের মতো করে বিব্রত হতেও বিব্রত বোধ করতেন না, যদি সেটার কোনও মানে দাঁড়ায়।

লোকে এসএমএস দিচ্ছিলেন, মেসির ওপর কি ম্যারাডোনা ভর করেছে, মেসির হয়ে কি ম্যারাডোনা কথা বলছেন? না, মেসি ম্যারাডোনা হননি, মেসি নিজের ভেতরই বেড়ে উঠেছেন।

বহু বছর ধরেই মেসির ওপর পারফর্ম করার জন্য চাপ ছিল, আরও কিছু অস্পষ্ট চাপ ছিল, যেমন আরও আর্জেন্টিনিয়ান হয়ে ওঠো, আরও ম্যারাডোনার মতো হয়ে ওঠো।

আমার মনে হয় মেসি এটা নিয়ে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না।

এই বিশ্বকাপে দেখার মতো বিষয় ছিল লিওনেল মেসির শারীরিক স্বস্তি, পারফর্ম করার চাপ নেই, নিজের মতো থাকার স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

মেসি নিজের মধ্যেই স্বস্তিতে ছিলেন।

জনাথন উইলসন বলেন, আমার মনে হয় মেসি নিজের কাঁধে ইতিহাসের নিশ্বাস অনুভব করছিলেন, তার সময় আসছে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন।

সাংবাদিক আরাউহোর মতে, কাতারে লিওনেল মেসির সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার ছিল শান্ত থাকা, জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সামলে রাখা।

একটা মজার বিষয় হচ্ছে, ২০০৬ সালে মেসি বেঞ্চে বসেছিলেন তিনি জার্মানির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেননি।

মেসির মধ্যে একটা বিষাদ ছিল, একটা তাগিদ ছিল, শিশুসুলভ কিছু ব্যাপার ছিল যা আমরা কাতারে দেখেছি।

মানুষের আবেগের পরিপক্ক হয়ে ওঠার চূড়ান্ত এক রূপ দেখেছি।

প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে এই বেড়ে ওঠা দেখাটা আসলেই দারুণ।

এবার কী তবে মেসির বয়স হলো, তিনি কি প্রয়াত ম্যারাডোনার সংস্পর্শ পেয়েছেন, তিনি কি রোজারিওতে ফেলে আসা ছোট মেসিকে ফিরে পেয়েছেন।

যাই চলুক না কেন মেসির মনে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সেটা তাকে সাহায্য করেছে জয়ী মেডেলটি জিততে।

মার্টিনেজ বলেন, এই বিশ্বকাপের পর আমার মনে হয়, মেসি ফুটবলকে সম্পূর্ণ করেছে।

সংক্ষিপ্ত ››

মালিতে আইইডি বিস্ফোরণে ৩ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী আহত

মালি ঃ মালিতে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন।রবিবার মালির স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাংলাদেশ ফরমড পুলিশ ইউনিট (বিএএনএফপিইউ২) এর একটি টহল দলের একটি মোটরশেডএ এই বিস্ফোরণ ঘটে। গুন্ডাম-টোংকা-নিয়াফুংকে হাইওয়ের একটি পাহাড়ের পাশে দুর্গম মরুভূমিতে মোটরশেডটি টঞ ছিলো। সেখানেই আইইডি বিস্ফোরণের শিকার হয় টহল দল। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণটি হয়েছে মালির টিমবুকটু অঞ্চলের গুন্ডাম সুপার ক্যাম্প থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। এই ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের বহনকারী সাজোয়া বাহিনীর যানটিও(এপিসি) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। তবে, পুলিশ সদর দপ্তর আহত তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর পরিচয় প্রকাশ করেনি।টহল দলটি মালিতে জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সমন্বিত স্থিতিশীলতা মিশনের অংশ(এমআইএনইউএসএমএ)। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টহলরত শান্তিরক্ষীরা রাস্তার মাঝখানে একটি সন্দেহজনক গর্ত দেখতে পান। তারা কৌশলে গর্ত অতিক্রম করার সময় আইইডি বিস্ফোরিত হয়। পুলিশ শান্তিরক্ষীদের বুদ্ধিমত্তা এবং উচ্চস্তরের বিস্ফোরণ প্রতিরোধে এপিসিটি'র সক্ষমতার কারণে, তারা আরো বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। উল্লেখ্য যে এমআইএনইউএসএমএ কর্তৃপক্ষ, বিএনএনএফপিইউ২, এমআইএনইউএসএমএ এবং মালির সদস্যদের অত্যন্ত প্রশংসা করেছে কারণ তারা পেশাদারিত্ব এবং সতর্কতার সঙ্গে তাদের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। মালির এই অঞ্চলে আইইডি বিস্ফোরণ সাধারণ ঘটনা। এদিকে, সম্প্রতি মালিতে জাতিসংঘের তিন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) হামলায় আহত হওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

উত্তর কোরিয়ার গোয়েন্দা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ব্যর্থ

সিউল (ওয়েবডেস্ক)ঃ উত্তর কোরিয়ার প্রথম স্পেস স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দেশটির প্রথম স্পেস স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরপরই সাগরে ধ্বংস হয়ে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। রকেট উৎক্ষেপণের পরপরই জাপানে ওকিনাওয়ার বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়, কিন্তু পরবর্তীতে জানানো হয় যে তাদের ভূখণ্ডে সেটি আঘাত হানার কোনও আশঙ্কা নেই। এর আগে উত্তর কোরিয়া জানায় যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কার্যক্রমের ওপর নজর রাখতে ১১ই জুনের মধ্যে তারা একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে। উৎক্ষেপণের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দেশটি বলছে খুব শীগগিরই তারা দ্বিতীয় উৎক্ষেপণের প্রচেষ্টা চালাবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুকিও কিশিদা বলেছেন, উত্তর কোরিয়া একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে দেখছে তার সরকার। তিনি আরও জানান যে এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এখন পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে জাপান হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, দেশটির ভূখণ্ডে হুমকিস্বরূপ কিছু আসলে সেটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে।

স্থানীয় সময় বুধবার সকালে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সউলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সেখানকার মানুষের ঘুম ভেঙেছে বিমান হামলার সাইরেনের শব্দ এবং একটি জরুরি সতর্কবার্তায়, যেখানে তাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল। তবে ২০ মিনিট পরে তাদের জানানো হয় যে ভুল করে সাইরেন বাজানো হয়েছিল ও জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

কোরীয় উপদ্বীপ যেখানে দুই দেশের মধ্যে প্রায় ৭০ বছর ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে সেখানে জরুরি অ্যালার্ম ব্যবস্থা বেজে উঠাটা বেশ চিন্তারই বিষয় এবং এ ধরনের ভুল অ্যালার্ম দেশটির সতর্ক ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের আস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ভবিষ্যতে যদি এমন কোনও সতর্কতা থাকে তাহলে সেটা গুরুত্বের সাথে দেখা হবে নাকি আরেকটি ভুল বলে বন্ধ করা হবে সেটাই এখন একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী বলছে, উত্তর কোরিয়া যে রকেট উৎক্ষেপণ করেছে তা মাঝ আকাশেই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি উৎক্ষেপণের পরপরই রাডার থেকে হারিয়ে যায়। এ বিষয়ে আরও তদন্ত করা হচ্ছে -এমনটাই বলা হচ্ছে ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে।

উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান রি পিয়ং চোল মঙ্গলবার উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার বেপরোয়া সামরিক কর্মকাণ্ডের জবাবে তারা একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে।

তিনি অভিযোগ করেন যে দেশগুলো প্রকাশ্যে আগ্রাসনের জন্য বেপরোয়া হয়ে গেছে।

বুধবার উৎক্ষেপণের আগে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর বলেছিল যে ব্যালিস্টিক মিসাইল টেকনোলজি ব্যবহার করে উত্তর কোরিয়া যদি কোনও রকেট উৎক্ষেপণ করে তাহলে তা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একাধিক প্রস্তাব লংঘন করবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও চলতি সপ্তাহের শুরুতে উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের গুরুতর লংঘন যেখানে বলা হয়েছে ব্যালিস্টিক মিসাইল টেকনোলজি ব্যবহার করে সমস্ত উৎক্ষেপণ নিষিদ্ধ।

যদি উত্তর কোরিয়া শেষ পর্যন্ত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে সফল হয়, তবে তাকে এর উচ্চমূল্য দিতে হবে জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আন মনে করেন তার দেশের প্রতিরক্ষায় সামরিক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট স্থাপন করা জরুরি।

সউলের ইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিফএরিক ইজলি বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার সরকার সম্ভবত নিজেকে স্পেস রেস (মহাকাশ দৌড়ের) মধ্যে দেখছে এবং তার যে স্যাটেলাইট মিশন তা সফল হোক বা না হোক - সেটা রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা হিসেবে কাজ করবে এটা নিশ্চিত।

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হবে ঃ মতবিনিময় সভায় সিইসি

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা হবে।সবার জন্য সমান সুযোগ থাকবে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে পক্ষপাতমূলক নির্বাচন হবে না। মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা শিল্পকলা একাডেমি অডিটরিয়ামে সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কথা বলেন। কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, আমরা ইভিএমএ ভোট করছি। ইভিএমের ফল পরিবর্তনের ন্যূনতম সুযোগ নেই। কোনো ভোটারকে বাধা দেয়া যাবে না। কোনোভাবে ভোটারদের অধিকার খর্ব করা যাবে না। এছাড়া, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ভোটগ্রহণ মনিটরিং করা হবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, আমাদের দেশে নির্বাচনের সুস্থ ধারা এখনো শতভাগ ঠিক হয়নি। আমরা নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য দিন ও রাত কাজ করে যাচ্ছি। গাজীপুর নির্বাচন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন সিইসি।বলেন, খুলনায়ও আমরা একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দেবো। নির্বাচনের আচরণ বিধি মেনে চলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার। বলেন, কেউ নির্বাচনের আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে প্রশাসন তাকে কঠোরভাবে দমন করবে।

টুকরো খবর

আইএমএফ ঋণের শর্ত বাজেটকে যেভাবে প্রভাবিত করবে

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে নতুন অর্থবছরের জন্য যে বাজেট আসছে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফএর দেয়া ঋণের শর্ত সামাল দিতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে সেটি এখন মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এবার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির পুনর্বিন্যাসে সরকার বাজেটে কী ঘোষণা দেয় সেদিকেই নজর থাকবে সবার। কারণ এগুলোই জনগণের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। চলতি বছরের জানুয়ারির শেষের দিকে বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন করে আইএমএফ। যার প্রথম কিস্তির ৪৭৬ দশমিক ২৭ মিলিয়ন ডলার আসে গত ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭টি কিস্তিতে এই অর্থ দেয়া হবে। তবে এই ঋণের পেছনে আইএমএফ বেশ কিছু সংস্কারের শর্তও বেঁধে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে - রাজস্ব সংস্কার, মুদ্রা ও বিনিময় হারের সংস্কার, আর্থিক খাতের সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংস্কার এবং সামষ্টিক কাঠামোগত সংস্কার। এসব শর্ত ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। তবে আগামী এক বছরের মধ্যে কয়েকটি শর্ত বাস্তবায়ন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে উত্তরণের জন্য আগামী বাজেটে কিছু পদক্ষেপ সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। আর এসব পদক্ষেপের মধ্যে অনেকগুলো আইএমএফএর শর্তের মধ্যেও রয়েছে। অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইএমএফ'র একটা শর্ত আছে, আবার আমাদেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আইএমএফএর এই শর্ত এই বাধ্যবাধকতাটাকে আরো শক্তিশালী করে দিলো। আইএমএফ'র একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে দেশে করজিডিপির অনুপাত বাড়াতে হবে। অর্থাৎ সংস্থাটি চায়, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় রাজস্ব আয় সন্তোষজনক পর্যায়ে বাড়ুক এবং খেলাপি ঋণ কমুক। সংস্থাটির মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের করজিডিপির অনুপাত সবচেয়ে কম। যার কারণে বিনিয়োগের যথেষ্ট অর্থ থাকে না সরকারের হাতে। আইএমএফ'র শর্ত অনুযায়ী, অর্থ মন্ত্রণালয়কে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে আগামী এক বছরে জিডিপির শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হয়। অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ বলেন, রাজস্ব বাড়াতে হলে কর বাড়াতে হবে। এর মানে হচ্ছে বাজেটে কর নিয়ে নতুন প্রস্তাব আসবে। তবে এই প্রস্তাবের

ধরনের উপর নির্ভর করবে যে, সেটা আসলে মানুষের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে। কারণ যদি প্রস্তাবটি এমন হয় যে, অতি ধনীদের উপর কর বসিয়ে, পাচার হওয়া টাকা উদ্ধার করে, এবং ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে ঋণ উদ্ধার করে রাজস্ব আয় বাড়ানো হবে - তাহলে তা সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা কমাবে। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়, অর্থাৎ যদি রাজস্ব আয় বাড়াতে ভ্যাট বা পরোক্ষ কর বাড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা মানুষের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। এই বিষয়টি আগামী বাজেটের মূল দেখার বিষয় হবে - মনে করেন তিনি। মি. আকাশ বলেন, কর অবশ্যই বাড়াতে হবে কারণ আইএমএফ বলেই দিয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট হারে করজিডিপির অনুপাত বাড়িয়ে তিন বছর পর একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছাতেই হবে। অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইএমএফ এর শর্ত অনুযায়ী, দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়িয়ে আগামী তিন বছরের মধ্যে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা নতুন রাজস্ব আদায় করতে হবে। এর জন্য বর্তমানে আমাদের রাজস্ব আয়ের যে সক্ষমতা তাতে বড় ধরণের পরিবর্তন দরকার বলে মনে করেন তিনি।

আইএমএফ এর শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকি কমানো। তবে সরকার সে সময় বলেছিল যে, তারা নির্বিচারে ভর্তুকি কমাবে না। বরং সুনির্দিষ্ট খাত ধরে ভর্তুকি কমাবে। এমএম আকাশ বলেন, আইএমএফ এর এই শর্তের প্রেক্ষিতে কৃষি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতো খাতে ভর্তুকি কমাতে সরকার আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছিল। এছাড়া তেল, গ্যাস বা পেট্রোলিয়ামের মতো জ্বালানিতেও ভর্তুকি কমানোর চিন্তা নেই সরকারের। তিনি মনে করেন, সেখান থেকে সরকার সরে এসেছে। সরকার নিয়ম করেছে যে আন্তর্জাতিক বাজারের দর অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম ও আমদানিকৃত জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করতে হবে। সে অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামের দাম কমার কথা। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে এই পণ্যটির দাম কমেছে। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। তার মতে, এর পেছনে কারণ হচ্ছে সরকার আসলে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের উপর ভর্তুকির কী ধরণের চাপ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী তারা কোন কোন পণ্যে ভর্তুকি কমাবে আর আইএমএফ এর শর্তের কারণে কোন কোন পণ্যে ভর্তুকি কমাতে পারবে না - সে সম্পর্কে জানা যাবে আসছে বাজেট থেকে। বাজেটে এই বিষয়টি বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভর্তুকি কমানোর ব্যাপারে আইএমএফ এর কোন সুনির্দিষ্ট খাত নেই। তবে তারা ভর্তুকি পুর্নবিবেচনার শর্ত দিয়েছে। বাংলাদেশেরও নিজেদের স্বার্থেই এটা পুর্নবিন্যাস করা উচিত। তিনি বলেন, খাদ্য ভর্তুকিতে অবশ্যই দেশের নিজস্ব চাহিদাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। জ্বালানি, বিদ্যুতের ভর্তুকির পুনর্বিবেচনার একটা চাপ আইএমএফ এর পক্ষ থেকে আছে। সেটার কিছুটা বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। আইএমএফ'র তৃতীয় শর্ত ছিল ডলারের দাম বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া। অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে, অনেক আগে থেকেই দেশে ডলারের বিনিময়হার বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটি না করার কারণে আইএমএফ এর শর্ত অনুযায়ী হঠাৎ করে এটি বাজারের উপর ছেড়ে দেয়া হলে একটা 'শক' লাগার ব্যাপার কাজ করবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ১২ কোটি টাকা কর দিতে হবে হাইকোর্ট

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে যে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ১২ কোটি টাকার বেশি আয়কর দিতে হবে। দান করা টাকার বিপরীতে আয়কর দাবি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নোটিশ দিয়েছিল। সেটিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে আবেদন করেছিলেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ। অধ্যাপক ইউনূসের দায়ের করা আবেদন খারিজ করে বুধবার হাইকোর্ট এই আদেশ দিয়েছে। বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার ও বিচারপতি রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন। এর আগে, গত ২৩শে মে এনবিআরের নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের করা তিনটি আয়কর রেফারেন্স মামলার শুনানি শেষ হয়। রাষ্ট্রপক্ষের হয়ে শুনানি করেছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন। আর ড. ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন মোস্তাফিজুর রহমান খান। মামলার নথি থেকে জানা যায়, ড. ইউনূস ২০১১-১২ করবর্ষে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ট্রাস্ট, ইউনূস ফ্যামিলি ট্রাস্ট ও ইউনূস সেন্টারে মোট ৬১ কোটি ৫৭ লাখ ৬৯ হাজার টাকা দান করেন।

উহানের ল্যাবই কোভিডের উৎস কিনা - তদন্ত করেছে চীনও

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ সারা পৃথিবীতে ২৫ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়া কোভিড মহামারির উৎস হয়তো চীনের উহান শহরের একটি ল্যাবরেটরি - এমন সম্ভাবনা গত তিন বছর ধরেই জোরালোভাবে অস্বীকার করে আসছে চীন। কিন্তু এখন চীনেরই একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী বলছেন, এমন সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়, এবং চীনা কর্তৃপক্ষ নিজেও কোভিডের উৎস অনুসন্ধানের জন্য উহানের ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির ল্যাবরেটরিতে একটি তদন্ত চালিয়েছিল।

অধ্যাপক জর্জ গাও হচ্ছেন চীনা সরকারের একজন সাবেক বিজ্ঞানী, সেদেশের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। সেসময় মহামারি মোকাবিলা এবং এই সার্স কোভ টু ভাইরাসের উৎস সন্ধানের প্রয়াসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন তিনি।

মধ্য চীনের উহান শহরের সংক্রামক রোগ গবেষণা কেন্দ্র উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির ল্যাবরেটরিই হয়তো এ ভাইরাসটির উৎস - এমনটি যেসব বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, তারা এর নাম দিয়েছেন 'ল্যাবলিক তত্ত্ব।'

চীন এরকম যে কোন সম্ভাবনার কথা জোরালোভাবে অস্বীকার করে থাকে।

কিন্তু প্রফেসর গাও এভাবে এক কথায় ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেন না। বিবিসি রেডিও ফোরের এক অনুষ্ঠানে দেয়া সাক্ষাতকারে অধ্যাপক গাও বলেন, আপনি যে কোন কিছুকেই সন্দেহ করতে পারেন। এটাই বিজ্ঞান, কোন সম্ভাবনাকেই বাদ দেবেন না। অধ্যাপক গাও একজন বিশ্ববিখ্যাত ভাইরোলজিস্ট এবং ইমিউনোলজিস্ট। তিনি গত বছর সিডিসি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং এখন তিনি চীনের ন্যাশনাল ন্যাচারাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

অধ্যাপক গাও বলছেন, কোভিডের ভাইরাস ল্যাবরেটরি থেকেই ছড়িয়েছিল কিনা তা বের করতে উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি তদন্ত চালানো হয়েছে।

এতে আভাস পাওয়া যায় যে চীনের সরকারি বিবৃতিতে যাই বলা হোক না কেন - তারা হয়তো ভেতরে ভেতরে এই ল্যাবলিক তত্ত্বটিকে বেশ খানিকটা গুরুত্ব দিয়েছে।

সরকার এরকম কিছু একটা আয়োজন করেছিল - বলেন অধ্যাপক গাও। তবে এতে তার নিজের বিভাগ বা সিডিসিকে জড়িত করা হয়নি বলেও তিনি জানান।

তার এ কথার অর্থ কি এই - যে চীনা সরকারের আরেকটি অংশ উহানের ইনস্টিটিউটে আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত চালিয়েছিল? ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে বললে অধ্যাপক গাও ইতিবাচর উত্তর দেন।

হ্যাঁ - বলেন তিনি, এ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের দিয়ে ওই ল্যাবটিকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

উহান ল্যাবরেটরিতে যে একটা সরকারি তদন্ত হয়েছিল তা এই প্রথম বারের মত কেউ স্বীকার করলেন।

তবে অধ্যাপক গাও বলছেন, তিনি ওই তদন্তের ফলাফল দেখেননি, তবে শুনেছেন যে ওই ল্যাবটিতে সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি ।

আমার মনে হয় তারা এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে তারা সব ধরনের প্রটোকল অনুসরণ করে চলেছে এবং কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাদুড়ই যে ভাইরাসের আদি উৎস - এটা 'প্রায় নিশ্চিত'

কোভিড যে ভাইরাসের কারণে হয় - তা যে একসময় বাদুড় থেকে এসেছিল তা প্রায় নিশ্চিত।

কিন্তু বাদুড় থেকে কীভাবে তা মানুষের দেহে ঢুকলো - তা এক বিরাট এবং বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে শুরু থেকেই প্রধানতঃ দুটি সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে।

একটি হলো ঃ ভাইরাসটি প্রাকৃতিকভাবেই বাদুড় থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়েছে - সম্ভবত অন্য কোন প্রাণীর মাধ্যমে। অনেক বৈজ্ঞানিকই বলেন, যত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগ থেকেই মনে হয় - খুব সম্ভবত এমনটাই ঘটেছে।

কিন্তু অন্য একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, অন্য একটি সম্ভাবনাও আছে যা উড়িয়ে দেবার মত যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এখনো নেই।

তারা বলছেন, প্রকৃতি থেকে আসা ভাইরাসের ঝুঁকি আরো ভালোভাবে অনুধাবন করার গবেষণা যারা করছিলেন, তাদেরই কেউ একজন হয়তো ওই ভাইরাসটিতে সংক্রামিত হয়েছিলেন।

এই দুই তত্ত্বের লড়াই এখন ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে বহু রকম ষড়যন্ত্র তত্ত্বের । একে কেন্দ্র করে যে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক হচ্ছে তা এ যুগের অন্যতম বিষাক্ত এবং রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছে।

উহানের ল্যাবেও দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ

তখন ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস। করোনাভাইরাস তখন সবেমাত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

সিঙ্গাপুরভিত্তিক একজন বিজ্ঞানী অধ্যাপক ওয়াং লিনফা তখন উহান ইনর্স্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে সফরে এসেছেন। তিনি ছিলেন ওই ইনস্টিটিউটের একজন সাম্মানিক অধ্যাপক।

তিনি বলছেন, ইনস্টিটিউটের একজন সহকর্মী তখন একটি ল্যাবলিক অর্থাৎ ল্যাবরেটরি থেকে অসাবধানতাবশতঃ কিছু একটা বাইরে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই উদ্বেগ বাতিল করতে সক্ষম হয়েছিলেন - বলছেন অধ্যাপক ওয়াং।

ভাইরাসবাহী নমুনা ল্যাব থেকে বাইরে চলে গেছে?

প্রফেসর ওয়াং ছিলেন সিঙ্গাপুরের ডিউক এনইউএস মেডিক্যাল স্কুলের সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ক অধ্যাপক। তিনি নিয়মিত কাজ করতেন উহান ইনস্টিটিউটে একই বিষয়ের অধ্যাপক শি ঝেংলির সাথে।

তারা দুজন দীর্ঘদিনের বন্ধু, এবং দুজনেই বাদুড় থেকে আসা করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম।

এ কারণে তাদের ডাকা হতো ব্যাটম্যান এবং ব্যাটওম্যান বলে।

অধ্যাপক ওয়াং বলছেন, অধ্যাপক শি তাকে একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন যা নিয়ে তিনি দু এক রাত ঘুমোতে পারেননি।

কারণ শি ঝেংলি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে সম্ভবত ল্যাবে একটি নমুনা ছিল যার কথা তিনি জানতেন না, কিন্তু তাতে ভাইরাস ছিল এবং সেই নমুনাটি দিয়ে কিছু একটা দুষিত হয় - এবং তা বাইরে চলে গেছে।

কিন্তু অধ্যাপক ওয়াং বলছেন তিনি তার নমুনাগুলো চেক করেছিলেন এবং তাতে এমন কোন ভাইরাস থাকার প্রমাণ পাননি যা কোভিড সংক্রমণের কারণ হতে পারে। মহামারি ঘটাতে পারে এমন অন্য কোন ভাইরাসেরও প্রমাণ পাননি তিনি।

তিনি আরো বলছেন, অধ্যাপক শি বা তার দলের অন্য কেউ যে ল্যাব থেকে কোন কিছু বেরিয়ে যাবার কথা গোপন করছেন এমন সম্ভাবনাও 'একেবারেই নেই' - কারণ তাদের আচরণে এমন কিছু ঘটার কোন লক্ষণ ছিল না। তারা বাইরে খেতে যাচ্ছিলেন, গানের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছিলেন - সবকিছুই ছিল স্বাভাবিক।

উহান ইনস্টিটিউটে কিছু গবেষকের 'জ্বর হয়েছিল'

নিকট অতীতে কিছু মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য ডি ক্লাসিফাই করে প্রকাশ করা হয়েছে - যাতে দেখা যায়, উহান ইনস্টিটিউটের কিছু গবেষক ২০১৯ সালের হেমন্তকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

তাদের যেসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তার সাথে কোভিড ১৯ এবং মৌসুমী অসুস্থতা - দুটিরই মিল ছিল।

কিন্তু অধ্যাপক ওয়াং বলেন, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে তিনি অধ্যাপক শিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি তার দলের রক্ত পরীক্ষা করে দেখেন যে তাদের দেহে কোভিড অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় কিনা।

তিনি বলছেন, অধ্যাপক শি তার পরামর্শ অনুযায়ী তাই করেছিলেন এবং সব পরীক্ষাতেই 'নেগেটিভ ' ফল পাওয়া গিয়েছিল।

অধ্যাপক ওয়াং হচ্ছেন সেই বিজ্ঞানীদের একজন যারা মনে করেন - প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থেকে জোরালোভাবে প্রতীয়মান হয় যে ভাইরাসটি প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ঢুকেছিল উহানের একটি বাজারে।

উহানের এই বাজারটি সী ফুড মার্কেট নামে পরিচিত হলেও তাতে আরো অনেক কিছুই বিক্রি হতো - যার মধ্যে বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীও ছিল ।

প্রথম দিকে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের অনেকেই ছিল এমন লোক - যারা ওই বাজারে কাজ করতো বা সেখানে কেনাকাটা করেছিল।

এ ক্ষেত্রে চীনের আচরণে স্বচ্ছতার অভাব ছিল ঠিকই - কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এখন তাদের হাতে যথেষ্ট উপাত্ত আছে। এর মধ্যে আছে প্রথম দিকে আক্রান্তদের তথ্য এবং ওই বাজারটির পরিবেশগত নমুনা সংক্রান্ত উপাত্ত। তারা বলেন, এগুলো দিয়ে ল্যাবলিকের সম্ভাবনা বাতিল করে দেয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে শুরু থেকেই এমন দাবি করা হচ্ছিল।

২০২০ সালের মার্চ মাসে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল যা ইন্টারনেট যুগের অন্যতম বহুলপঠিত এবং বিতর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র।

দ্য প্রক্সিমাল অরিজিন অব সার্স কোভ টু নামের ওই পেপারটি লিখেছিলেন ভাইরোলজি এবং নতুন রোগ সংক্রান্ত শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা। এতে উপসংহার টানা হয়েছিল যে ল্যাবরেটরি ভিত্তিক কোন ধারণা যৌক্তিক বলে তারা বিশ্বাস করেন না।

এর ফলে খুব দ্রুতগতিতে মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে এই 'ল্যাবলিক' হচ্ছে একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

কিন্তু ওই গবেষণাপত্রের লেখকদেরই একজন বলছেন, তারা আগে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা কতটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত - তা নিয়ে তার সংশয় আছে।

ইনি হচ্ছেন ইয়ান লিপকিন - যিনি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমোলজির অধ্যাপক। চীন এবং বিশ্বের অন্যত্র রোগের উৎস সন্ধানে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। 'কন্ট্যাজিওন' নামে হলিউডে নির্মিত ছবির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি।

অধ্যাপক লিপকিন বলছেন, উহানের বাজার থেকে কোভিড এসেছিল এ ধারণাটির সম্ভাব্যতাই সবচেয়ে বেশি বলে তিনি এখনো মনে করেন। তা ছাড়া ভাইরাসটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছিল এমনটাও তিনি বিশ্বাস করেন না।

তবে তিনি এটাও মনে করেন যে, ল্যাবরেটরি বা রিসার্চ সংক্রান্ত সম্ভাবনাগুলোও খারিজ করে দেবার সময় এখনো আসেনি।

এ ব্যাপারে তিনি নিজে যে তত্ত্ব দিচ্ছেন - তাতে তিনি আঙুল তুলছেন উহানেরই অন্য আরেকটি ল্যাবরেটরির দিকে। এটি পরিচালনা করে উহান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এবং এর অবস্থান হুয়ানান সীফুড মার্কেট থেকে মাত্র কয়েকশ' মিটার দুরে।

এই ল্যাবটি হাজার হাজার বন্য বাদুড়ের রক্ত ও বিষ্ঠার নমুনা সংগ্রহ করার সাথে জড়িত ছিল । এটাও জানা ছিল যে অনেক সময় সেখানে উপযুক্ত সুরক্ষা পোশাক না পরেই গবেষণা কর্ম চালানো হতো। চীনের সংবাদ মাধ্যমে এ নিয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছিল এবং এতে স্পষ্টতই সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হয়।

এখানে যে লোকেরা কাজ করতেন তারা হয়তো কোন গুহায় বাদুড় সংগ্রহের সময় সংক্রমিত হয়ে থাকতে পারেন - বলেন প্রফেসর লিপকিন।

তিনি আরো বলেন, ২০২০ সালের মার্চে তারা যে গবেষণা পত্রটি লিখেছিলেন তখন তারা এই ল্যাবটি এবং তাদের কাজ সম্পর্কে জানতেন না।

মি. লিপকিন বলছেন, হুয়ানান সীফুড মার্কেটকে ভাইরাসটির সম্ভাব্য উৎস বলে অঙ্গুলিনির্দেশ করে যেসব বিশ্লেষণ হয়েছে - তাতে কোভিডের উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

তার কথা হলো, কোভিড ভাইরাসটির উৎস হয়তো বাজারের বাইরে কোথাও হতে পারে - যা বাজারের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

চীনের সরকারি ভাষ্যের সাথে গরমিল

অধ্যাপক গাও যা বলছেন, তার সাথে চীনের প্রকাশ্য অবস্থানের গুরুতর অমিল রয়েছে। এমনকি একে ঝুঁকিপূর্ণও বলা যায়।

যুক্তরাজ্যে চীনের দূতাবাস বলেছে,এই তথাকথিত 'ল্যাবলিক' তত্ত্ব হচ্ছে চীনবিরোধী শক্তিগুলোর তৈরি করা একটা মিথ্যে কথা যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

চীন সরকার তার প্রচারণায় তৃতীয় একটি অদ্ভুত এবং অপ্রমাণিত তত্ত্বও দিয়েছে যে 'বিদেশ থেকে আসা হিমায়িত খাদ্যের প্যাকেজিংএর মাধ্যমে' এ ভাইরাস চীনে এসে থাকতে পারে।

তার মানে চীন বাজার বা ল্যাব এ দুই তত্ত্বের কোনোটিই স্বীকার করে না।

একদিক থেকে দেখলে প্রফেসর গাও যা বলছেন - তাকে এই অবস্থানেরই একটা অধিকতর বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

তিনি কোনো তত্ত্বকেই অস্বীকার করছেন না।

আমরা আসলেই জানিনা ভাইরাসটি কোথা থেকে এসেছিল - প্রশ্নটি এখনো উন্মুক্ত , বিবিসিকে বলেন প্রফেসর গাও।

সমস্যা হচ্ছে চীনের বাইরে মোটামুটি একটা বিষয়ে ঐকমত্য আছে যে চীন তথ্যপ্রমাণ খুঁজতে বা তা শেয়ার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেনি।

কোভিড কোথা থেকে এসেছিল?

এই মহামারিতে হারানো প্রতিটি জীবনের জন্য এবং যারা এ জন্য ভুগেছে, এখনো ভুগছে - তাদের জন্যও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

'কাঁটাতারের বেড়া টপকে আসা হিন্দু মুসলিম সবাইকে ফিরে যেতে হবে'

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, যে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ঢুকেছ তাকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যেতে হবে। সে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক। যদিও মি. অধিকারী বাংলাদেশের নাম করেননি, তবে মালদা জেলার ওই জনসভায় দেওয়া বক্তৃতা শুনে মনে করা হচ্ছে যে তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা মানুষদের কথাই বোঝাচ্ছেন।

বিজেপি এতদিন বলে এসেছে যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা হিন্দুদের 'উদ্বাস্ত' আর মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশকারী' হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণের পরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দুরা ভারতে এসেছেন, তাদেরও কি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে? এই প্রশ্নও উঠছে যে বিজেপি কি তাহলে তাদের দীর্ঘদিনের নীতি পরিবর্তন করল?

মি. অধিকারীর ভাষণের ক্লিপটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরে সেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এমন এলাকায়, যেখানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা অনেক মানুষ বসবাস করেন।

কলকাতা লাগোয়া এরকমই একটা এলাকা যাত্রাগাছি, যেখানে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষরা বাস করেন। তাদের মধ্যে হিন্দুরা বড় সংখ্যা হলেও মুসলমানরাও থাকেন সেখানে।

এদের বেশিরভাগই এখন ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন এবং বিজেপি ওই অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহও গিয়েছিলেন ওই এলাকার একটি বাড়িতে দুপুরের খাবার খেতে। ওই পাড়াতে এখন মি. অধিকারীর ভাষণটা নিয়েই আলোচনা চলছে।

এলাকার এক বাসিন্দা, যিনি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে ১৯৮৬ সালে চলে এসেছিলেন ভারতে, তিনি নাম উল্লেখ না করার শর্তে বলছিলেন, আমরা তো এটা নিয়েই আলোচনা করছি। সবাই দেখেছি শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণটা। আমাদের মধ্যে একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ভাষণটা শোনার পরে যে এতবছর পরে তিল তিল করে এদেশে সব গড়ে তোলার পরে যদি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়াব! বলছিলেন ওই ব্যক্তি।

তিনি আরও বলছিলেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের বড় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মুখ থেকে যখন এরকম কথা শোনা যায়, তাহলে তো চিন্তা হয়ই। আবার ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার এক বাসিন্দা যিনি নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে এখানকারই নাগরিক হয়ে গেছেন ,তিনি বলছেন, আমার তো কোনও আশঙ্কা হচ্ছে না ওই ভাষণ দেখার পরে। প্রথম ব্যক্তি সরাসরি রাজনীতি না করলেও দ্বিতীয় ব্যক্তি বিজেপির সমর্থক।

তার কথায়, আমার মনে হয় যে শুভেন্দু অধিকারী হয়ত আবেগের বশে বলে ফেলেছেন। কিন্তু হিন্দুদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে, এটা হতে পারে না। বিশ্বের সব হিন্দুদের আশ্রয়স্থল এই দেশ। নাগরিকত্ব আইন বদল করেছে যারা, তাদের তাড়ানো হবে না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকেই তাদের নীতি ছিল বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে যেসব হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনরা ভারতে চলে এসেছেন বা আসতে চান 'ধর্মীয় অত্যাচার'এর কারণে, তাদের ভারতে উদ্বাস্তু বলে চিহ্নিত করা হবে এবং তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলছিলেন, জনসংঘের সময় থেকে এ নিয়ে আমাদের যে নীতি তাতে কোনও বদল হয় নি। যারা নিজেদের ধর্ম রক্ষার তাগিদে, সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে, জীবন রক্ষার তাগিদে আসতে বাধ্য হচ্ছেন, আমাদের দেশে এলে তারা নাগরিকত্ব পাবেন এবং উদ্বাস্ত হিসাবে তাদের দেখা হবে। তাদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেখা হবে না। এটা জনসংঘের সময় থেকেই নীতি ছিল, পরে যখন বিজেপি গঠিত হল, ওই মূল নীতিতে কোনও পরিবর্তন হয় নি,বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য। তার কথায়, আমরা এই মতাদর্শগত নীতিকে কখনই লঘু করতে দেব না। এই কারণেই সিএএ, এনআরসির কথা বলা হয়েছে।

যারা একদিন ভারতকে নাপাক বলে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান নামক একটা রাজনৈতিক মস্তিষ্কপ্রসূত রাষ্ট্রের দাবী করে, যার জন্য বলি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ, তারা ভারতে এলে তো অনুপ্রবেশকারীই বলতে হবে। কারণ তাদের মসজিদে তো কেউ আগুন লাগিয়ে দেয় নি, তাদের বাড়ির মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে কেউ বিয়ে করছে না বা ধর্মান্তরিত করছে না, বলছিলেন শমীক ভট্টাচার্য।

শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য নিয়ে মি. ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, বক্তব্যটা একটু ভুল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

উদ্বাস্তু নেতারা বলছেন এখনও যে লাখ লাখ মানুষ, যারা ১৯৪৭ থেকে অনেক দশক ধরে ভারতে চলে এসেছেন, তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কেন বিজেপি কোনও স্পষ্ট নীতি নিচ্ছে না? উদ্বাস্তু নেতা সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস বলছিলেন, উদ্বাস্তু প্রশ্নে বিজেপি একেক সময়ে একেকটা কথা বলে - যখন যেখানে ভোটের জন্য যেরকম প্রয়োজন সেভাবেই কথা বলেন তারা। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে সেভাবেই দেখছি আমরা।

১৯৪৭ সাল থেকে গত সাড়ে সাত দশক ধরে যারা এসে পড়েছে ভারতে, তাদের একটা বিরাট অংশ এখনও নাগরিকত্ব পায় নি। বাংলাদেশ থেকে মূলত সেদেশের সংখ্যালঘুরাই তো এসেছে,তাদের ফিরে যাওয়া সম্ভবও না। তাই আমাদের দাবী যে যারা এসে গেছে, তাদের সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। এরা বলছে সিএএ করে নাগরিকত্ব দেবে, কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয়, সেকথা আমরা বারবার বলেছি। সেই প্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারীর এরকম কথার বিরোধিতাই করছি আমরা,বলছিলেন সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস।

তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশভাগের পর থেকে প্রায় দুই কোটি মানুষ ভারতে এসেছেন, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ এখনও 'আইনত অনাগরিক'।

যদিও পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা উদ্বাস্তুরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে তাদের প্রায় সবাই কোনও না কোনও পথে ভারতের নাগরিকত্ব 'যোগাড়' করে নিয়েছেন।